বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

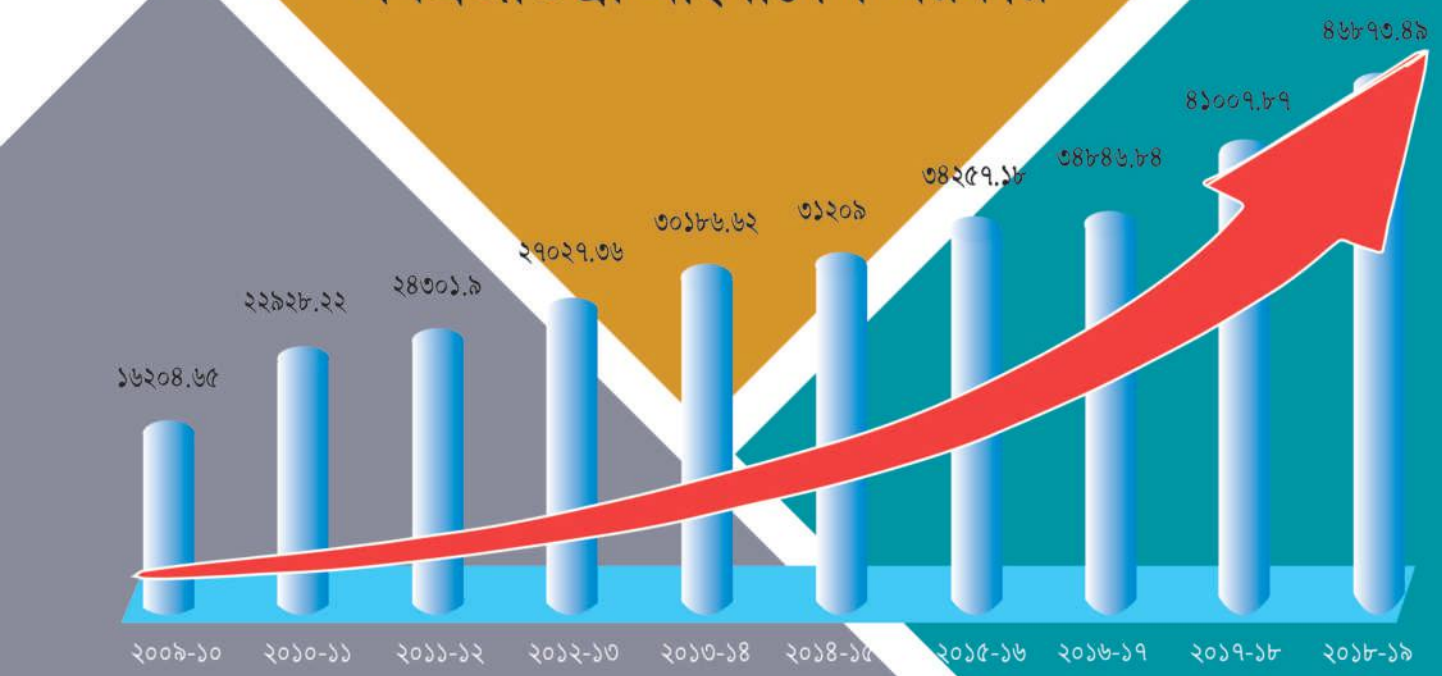

বাংলাদেশের গত ১০টি অর্থবছরের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি আয়ের চিত্র (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

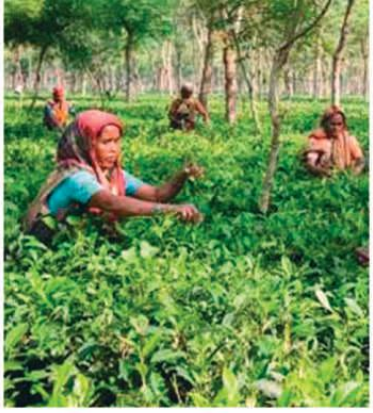

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০১৮-২০১৯

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী'র বাণী	০৩
০২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর বাণী	০৫
০৩	সম্পাদনা পর্ষদ	০৭
০৪	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উইংভিত্তিক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন**	০৮-২০
৪.১	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উইং	০৮
৪.২	রপ্তানি উইং	১০
৪.৩	মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) উইং	১৫
৪.৪	প্রশাসন উইং	১৬
৪.৫	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল	১৮
৪.৬	পরিকল্পনা সেল	১৯
৪.৭	বাণিজ্য সংগঠন	২০
০৫	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক কর্মকাণ্ড**	২১-৭৪
৫.১	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	২১
৫.২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২৪
৫.৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	২৮
৫.৪	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৩৪
৫.৫	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৪২
৫.৬	প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	৪৭
৫.৭	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	৫২
৫.৮	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	৫৮
৫.৯	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট	৬৬
৫.১০	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	৭১

বাণী

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং একই সাথে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রতিফলিত হয়। এছাড়া, বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও প্রকাশ পেয়ে থাকে।

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে করে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে, অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাসহ, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।ফলে গত দশ বছরে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। তাছাড়া, পণ্য পরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ২০০টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৬.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সেবা ও পণ্য খাতসহ) মূল্যের রপ্তানি আয় হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ৪১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৩০%। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে দেশের রপ্তানি আয় ৬০ (ষাট) বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সরকারের সময়োপযোগী বাণিজ্যিক কূটনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে সকলের সহযোগিতায় এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবো- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্য প্রকাশের এ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্য মন্ত্রী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

Secretary

Ministry of Commerce
Government of the
People's Republic of
Bangladesh
Bangladesh Secretariat
Dhaka- 1000

বাণী

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা, দেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরী করা, অপ্রচলিত পণ্যসমূহকে রপ্তানি পণ্যের তালিকাভুক্ত করে তা রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত করা, বর্হিবিশ্বে নতুন নতুন দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ই-কমার্সকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সকল কর্মকাণ্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থাকর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। তাছাড়া, পণ্য পরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ২০০টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৬.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সেবা ও পণ্য খাতসহ) মূল্যের রপ্তানি আয় হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪১.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৩০%। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে দেশের রপ্তানি আয় ৬০ (ষাট) বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সরকারের সময়োপযোগী বাণিজ্যিক কূটনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সম্ভব হবে।

সাফল্যের এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক

জনাব টিপু মুনশি, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

ড. মোঃ জাফর উদ্দীন
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. শাহ আলম	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
মালেকা খায়রুন্নেছা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
জিনাত আরা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
জিন্নাত রেহানা	উপসচিব (অবা-৩)	সদস্য
মিরাজুল ইসলাম উকিল	উপসচিব (টিও-১)	সদস্য
মোঃ মাহবুবুর রব	উপপ্রধান (পরিকল্পনা)	সদস্য
মোছা: নারগিস মুরশিদা	উপসচিব (রপ্তানি-২)	সদস্য
শরীফ রায়হান কবির	উপপরিচালক-১, ডব্লিউটিও সেল	সদস্য
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন	উপসচিব, বাজেট অধিশাখা	সদস্য
মোঃ সেলিম হোসেন	উপসচিব (এফটিএ-১)	সদস্য
এস. এম. রফিকুল ইসলাম	উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১৩ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
২৮ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ

সহযোগী মিডিয়া

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। ফলে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে।

২৪ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ (০৯ জানুয়ারি ২০১৯; মেলা প্রাঙ্গণ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা)

৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উইংভিত্তিক কর্মকাণ্ড

৪.১ আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উইং

(১) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত এলসি নিষ্পত্তিকরণ তথ্যসহ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজার দরের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে

এ পূর্বাভাস সেল সফলভাবে কাজ করে আসছে। অধিকন্তু, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য সমুদ্র ও স্থল বন্দরে দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পবিত্র রমজান মাসে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক পণ্যাদি ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। এতে সরকার ১৪ চৌদ্দ কোটি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদান করে।

(২) ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে, বিশেষ করে ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদিতে ফরমালিনসহ অন্যান্য কেমিক্যাল এর অপব্যবহার রোধকল্পে মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ব্যাপকভাবে কাজ করছেন। বিশেষত রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসন আমের মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়া থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত যে ভূমিকা রেখেছেন তা প্রসংশার দাবি রাখে। ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে সরকার 'ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উক্ত আইনকে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত আইনটিকে 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্তকরণের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে প্রেরণ করেছে। এটি 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' এর তফসিলভুক্ত হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে আরও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হবে।

(৩) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আটটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। এখন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠনের কাজ চলছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৮,৯০৫টি বাজার অভিযানের মাধ্যমে ৬৩,৩৬০টি প্রতিষ্ঠানকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ভোক্তা সাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত ২৩,৭৭৯টি অভিযোগের মধ্যে ২৩,৪৪৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে ৩,৫১,৭৪০টি পোস্টার, ১৪,৩৯,৫০০টি প্যাম্পলেট, ১৪,৫০,৯৫০টি লিফলেট, ৩,০০,০০০ স্টিকার এবং ২৬,৮০০টি ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। ফলে খাদ্য দ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ে ১১৪ জন, বিভাগীয় অফিসে জনবল সংখ্যা ১৭০ জন, জেলা অফিসে ৩৮৪ জন এবং উপজেলা অফিসে ১৪৭৩ জন সর্বমোট ২১৪১ জন লোকবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

(নিচের ছবি) বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস ২০১৯

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ১৯ তম সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এম.পি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

৪.২ রপ্তানি উইং

(১) রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ

১. রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নানাবিধ নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১ এ ফার্নিচার, ডেনিম, প্লাস্টিক, জাহাজ, ঔষধ, খেলনা, আগর, এপিআই, সোলার মডিউলসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

২. পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে বর্ষপণ্য ঘোষণা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে 'কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য' কে 'বর্ষপণ্য-২০১৯' ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. রপ্তানি খাতের টেকসই উন্নয়নে খাতভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি, কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের পথনক্সা এবং স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy), ২০১৮ প্রণীত হয়েছে।

৪. প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের ফাংশনাল সংজ্ঞাসহ তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫. পণ্য বহুমুখীকরণ এবং আন্তর্জাতিকমানের রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে চামড়া, প্লাস্টিক এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

৬. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ীগণ যৌথভাবে নানা ধরণের ইভেন্ট এর আয়োজন করছে। এ ধারাবাহিকতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ২২-২৪ নভেম্বর ২০১৮ সময়ে দ্বিতীয়বারের মতো 'Bangladesh Leather Footwear, Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS-2018) আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন এবং দেশি-বিদেশি ১৫ টি রাষ্ট্রের/অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, স্বনামধন্য ব্র্যান্ড, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও ক্রয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

৭. প্রতিবছর জানুয়ারি মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

৮. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিদেশে অনুষ্ঠিত ২৮টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৯. বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

(২) ব্যবসাবান্ধব নীতি

বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ ও আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন করেছে। ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি সহজতর হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে এ সব পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবসাবন্ধব রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ১৯৬টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। তাছাড়া, গত দশ বছরে দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক ও দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়ীকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সরকারের অব্যাহত বাণিজ্যিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হলেও স্বল্পোন্নত দেশের মত ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত র‍্যালটি ব্যতিরেকে ঔষধ উৎপাদন এবং বিপণনের সুযোগ লাভ করেছে। এই সুবিধা ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন ও ঔষধ রপ্তানি ত্বরান্বিত করেছে। রপ্তানি বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে দুইটি করে উইংসহ ১৯টি দেশে মোট ২১টি বাণিজ্যিক উইং কাজ করছে। বর্তমানে ৪৫টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

(৩) রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম

রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে দেশের রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করে যাচ্ছে। তাছাড়া, পণ্যপরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ২৮টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে ১৮৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ করে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৫৩৯৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য ও সেবাখাতসহ) মূল্যের রপ্তানি আয় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আন্তর্জাতিক মেলা থেকে ২৩.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তাৎক্ষণিক রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে।

(৪) বাণিজ্যিক কূটনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে অর্জন

বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী বাণিজ্যিক কূটনৈতিক নীতি গ্রহণের ফলে অপ্রচলিত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফান্স, কানাডা এবং পোল্যান্ডে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফান্স, কানাডা, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং মেক্সিকোতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৪৮.০৫, ৬৮৭৬.২৯, ১৩৬৫.৭৪, ৬১৭৩.১৬, ২২১৭.৫৬, ১৩৩৯.৮০, ১২৭৩.০৯, ৩৭০.৬৫ এবং ২১৯.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফান্স, কানাডা, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং মেক্সিকোতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৭৩.২৭, ৫৯৮৩.৩১, ১১৩১.৯০, ৫৮৯০.৭২, ২০০৪.৯৭, ১১১৮.৭২, ৯৬৫.২২, ২৫৪.৮৪ এবং ১৬৩.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফান্স, কানাডা, পোল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, এবং মেক্সিকোতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৪২.৯২%, ১৪.৯২%, ২০.৬৬%, ৪.৭৯%, ১০.৬০%, ১৯.৭৬%, ৩১.৯০%, ৪৫.৪৪% এবং ৩৪.০৯%। একই সময়ে অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ৪৬৮৭৩.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪১০০৭.৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৩০%।

(৫) নগদ সহায়তা প্রদান

পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান এবং বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৫টি পণ্যে রপ্তানির ওপর ২% থেকে সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত পণ্যের বাইরে বেশ কিছু নতুন পণ্যে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন পণ্যসমূহ যেমন, গরু ও মহিষের হাড় দ্বারা উৎপাদিত হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল এবং হার্ডসেল গ্রেড জিলেটিন, তৈরি পোশাক, গেঞ্জি, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য, কম্প্রেসারসহ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর যন্ত্রাংশ, সিনথেটিক ও ফেব্রিকের মিশ্রণে তৈরি ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্য, মেডিক্যাল/সার্জিক্যাল Instruments and Appliances, সুপারির পাতার খোলা দিয়ে উৎপাদিত Disposable Plate ও Food Container প্রভৃতি।

(৬) সিআইপি (রপ্তানি)

দেশীয় রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড-২০১৫ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড- ২০১৬ বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) জাতীয় রপ্তানি ট্রফি

বহির্বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ৬৩টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়।

(৮) বর্হিবাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মিশনে কর্মাশিয়াল উইং স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ

বিশ্বের ১৯টি দেশের ২১টি শহরে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক উইং এর কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমান সরকার বিশ্বের আরও নতুন নতুন দেশের শহরে আরও বাণিজ্যিক উইং খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন:

১. জেনেভা মিশনে বিদ্যমান বাণিজ্যিক উইং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)-এর পদ সৃজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ও প্রথম সচিব পদে কর্মকর্তা যোগদান করেছে।

২. চীনের কুনমিং এ বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিসূচক অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমানে এটি সৃজিত পদের প্রজ্ঞাপন জারীর লক্ষ্যে পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. সৌদি আরবের জেদ্দায় বাণিজ্যিক উইং খোলার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. তুরস্কের ইস্তাম্বুল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় বাণিজ্যিক উইং খোলার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

৫. ইকনমিক মিনিস্টার, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় জেনেভায় ইকনমিক মিনিস্টার, ওয়াশিংটন, মাদ্রিদ, বার্লিন, মস্কো, বেইজিং, টোকিও, দুবাইস্থ মিশনসমূহে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) পদে কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বার্লিন এবং মস্কোর জন্য নির্বাচিত কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদ্বয় ব্যতীত অন্য সকল কর্মকর্তা কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। বার্লিন এবং মস্কোর জন্য নির্বাচিত কমার্শিয়াল কাউন্সিলরদ্বয় শীঘ্রই তাদের কর্মস্থলে যোগদান করবেন।

(৯) দেশীয় পণ্য পরিচিতি ও মেলা আয়োজন

বাংলাদেশের পণ্য পরিচিতি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে প্রতি বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ২৮টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে ১৮৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ করে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৫৩৯৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য ও সেবাখাতসহ) মূল্যের রপ্তানি আয় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আন্তর্জাতিক মেলা থেকে ২৩.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তাৎক্ষণিক রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে।

(১০) বস্ত্রখাতে নীতিগত সহায়তা ও নগদ সহয়তা প্রদান

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এ খাতে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত আছে। তার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরত্বপূর্ণ ভূমকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সাথে নিম্নেবর্ণিত নীতিগত ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে:

১. ২০০৫ সালে স্পেকট্রাম ভবন ধসের পর তৈরি পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহ-আহবায়ক করে সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে সোশাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি গঠন করা হয়। তৈরি পোশাক কারখানাসমূহকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য এ ফোরাম কাজ করছে। এ পর্যন্ত ফোরামের ২৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. রানা প্লাজা ভবন দুর্ঘটনার পর কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশসমূহের পাঁচজন রাষ্ট্রদূত (ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত, ইউএসএ রাষ্ট্রদূত, কানাডার রাষ্ট্রদূত এবং ইইউ জোটের প্রতিনিধি হিসেবে পর্যায়ক্রমে ইইউভুক্ত একটি দেশের রাষ্ট্রদূত), বাংলাদেশ সরকারের ৩ জন সচিব (বাণিজ্য সচিব, শ্রম সচিব ও পররাষ্ট্র সচিব) এবং আইএলও সহযোগে ঢাকায় উচ্চ পর্যায়ের (৩+৫+১) ফোরাম গঠিত হয়েছে। এই ফোরাম তৈরি পোশাক শিল্পে Sustainability Compact-এর সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং আইএলও-এর আরএমজি সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণকরত সুপারিশ করে থাকে। ফোরামের সর্বশেষ সভা ১৭ এপ্রিল ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

৩. শ্রম অধিকার ও কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ কর্তৃক গৃহীত 'National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিদ্যমান সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থার স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক শিল্পে সাবকন্ট্রাক্টিং গাইডলাইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে এ খাতে বিদ্যমান সাবকন্ট্রাক্টিং ব্যবস্থাকে একটি আইনগত কাঠামোর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

৪. তৈরি পোশাক খাতকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগী সক্ষম করার জন্য শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী রপ্তানি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, বর্তমানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারখানা স্থাপনের গুরুত্ব বিবেচনায় বেজার আওতাধীন চট্টগ্রামের মীরেরসরাই-এ নির্মিতব্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি 'গর্মেন্টস পল্লী' স্থাপনের লক্ষ্যে বেজা ও বিজিএমইএ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রস্তাবিত 'গার্মেন্টস পল্লী'-তে বিজিএমইএ-এর মাধ্যমে সংগঠনটির সদস্যভুক্ত ২৫১টি কারখানার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৫০০ একর জমির উপর প্রস্তাবিত গার্মেন্টস পল্লী স্থাপনের বিষয়ে বেজা ও বিজিএমইএ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ জেলার শান্তির চর এলাকায় প্রায় ১০০০ একর সরকারি খাস জমিতে নীট পল্লী গড়ে তোলার জন্য বিকেএমইএ বেজার সাথে কাজ করছে।

৫. তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ওভেন, নীট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট-এর উপর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৫৩০ জন শ্রমিক ও ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে দক্ষ মিড লেভেল ম্যানেজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মরত ম্যানেজারদের নয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩৫ জন কর্মকর্তাকে Apparel Engineering and Production Planning এবং Garments Business Management বিষয়ে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। তাছাড়া, সদ্য সংশোধিত প্রশিক্ষণ প্রদান নীতিমালায় তৈরি পোশাক শিল্পে ভবিষ্যতে কাজ করবে (would be worker) এমন জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৬. বর্তমানে বস্ত্রখাতে প্রদত্ত নগদ সহায়তাসহ অন্যান্য সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নরূপ:

১. বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধায় বিনাশুল্কে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা;
২. ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র খোলার সুবিধা;
৩. হ্রাসকৃত শুল্কে মেশিনারিজ আমাদনি;
৪. রপ্তানিমুখী দেশীয় বস্ত্রখাতে শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র ব্যাক এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা ৪% হারে প্রদান করা হচ্ছে;
৫. বস্ত্রখাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে প্রদত্ত নগদ সহায়তা ৪%;
৬. নতুন পণ্য/নতুন বাজার (বস্ত্রখাত) সম্প্রসারণে সহায়তা (আমেরিকা/কানাডা/ইইউ ব্যতীত) ৪%;
৭. ইউরো অঞ্চলে বস্ত্রখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য বিদ্যমান ৪% এর অতিরিক্ত বিশেষ সুবিধা ২%;
৮. রপ্তানিমুখী শিল্পের অনুকূলে Export Development Fund (EDF) হতে অতি অল্প সুদে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে EDF এর পরিমাণ ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
৯. রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের উৎসে কর ০.৬০% থেকে ০.২৫% নির্ধারণ করা হয়েছে (২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য);
১০. তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে কর্পোরেট করহার ১২%; এবং

১১. তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন নিশ্চিত করতে সরকার বিনা শুল্কে ফায়ার ডোর এবং এ সংশ্লিষ্ট ইক্যুপমেন্ট আমদানির সুযোগ।

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহের ফলে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক অধিকার রক্ষিত হচ্ছে এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে। বিশ্বের সেরা ১০টি তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে সাতটি বাংলাদেশে অবস্থিত। বর্তমানে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৩০.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩২.৬৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৪৯% প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

(১১) উত্তরাঞ্চলে চা চাষ সম্প্রসারণ ও চায়ের মূল্য নির্ধারণ

চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশের চা শিল্প উন্নয়নের পথনকশা' শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প, লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat" শীর্ষক প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উল্লিখিত প্রকল্প ও পথনকশা বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ চা শিল্পের উন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ভূমিকা রাখতে পারেন। নিলামের মাধ্যমে দেশের সকল চা বাগানে উৎপাদিত চা বিক্রয় হয়ে থাকে। নিলামে চা বিক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রতি বছর এপ্রিল মাসে নিলাম সিডিউল প্রণয়ন করা হয়। নিলাম সিডিউল অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত প্রতি মঙ্গলবার নিলাম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নিলামে চা বিক্রয়কারী তথা ব্রোকারগণ এবং চা ক্রয়কারী অর্থাৎ বিডারগণকে চা বোর্ড কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে চা বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১২টি ব্রোকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চা বোর্ডের লাইসেন্সধারী ব্রোকারগণ চায়ের নমুনা টেস্টিংয়ের পর একটি ভ্যালু (মূল্য) নির্ধারণ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী নিলাম ক্যাটালগ তৈরি করা হয়। ক্যাটালগের এক কপি ক্রেতা/বিডারকে প্রদান করা হয়। নিলামে ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক বিডিংয়ের মাধ্যমে প্রতি লট চা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। গুণগত মান ও গ্রেড অনুযায়ী চায়ের দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড যৌথ ভাবে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। দেশ-বিদেশের চা প্রেমীদের কাছে চায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এ প্রদর্শনীতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চায়ের নতুনজাত 'বিটিক্লোন-২১' অবমুক্ত করেন এবং ৭টি ক্যাটাগরিতে চা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড যৌথ ভাবে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। দেশ-বিদেশের চা প্রেমীদের কাছে চায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এ প্রদর্শনীতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চায়ের নতুনজাত 'বিটিক্লোন-২১' অবমুক্ত করেন এবং ৭টি ক্যাটাগরিতে চা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

(১২) বিভিন্ন নীতির গেজেট প্রকাশ

(ক) রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ।

(খ) "স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy), ২০১৮" প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ।

(গ) "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি" প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ।

২৪ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯ এর ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ। (০৯ জানুয়ারি ২০১৯; মেলা প্রাঙ্গণ, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা)

৪.৩ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) উইং

বর্ডার হাট স্থাপন ও পরিচালনা

সীমান্ত এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকটবর্তী কোন হাট বাজার না থাকায় তাদের পণ্য কেনা-বেচার সুযোগ সীমিত ছিল। বর্তমান সরকার সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত এর সীমান্তে চারটি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া আরও ছয়টি নির্মাণাধীন এবং আরও ছয়টি বর্ডার হাট নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। বর্ডার হার্ট প্রতিষ্ঠার ফলে সীমান্ত এলাকার জনগণের পণ্য ক্রয় বিক্রয় সহজতর হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য কমে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রপ্তানি ট্রফি পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে বিতরণ করছেন। (০২ ডিসেম্বর, ২০১৮: প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা)

৪.৪ প্রশাসন উইং

(১) নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	৫	৬	-	-	-	-

(২) মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৭	৯১২

(৩) সেমিনার ওয়ার্কসপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৩	১১০

৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মসূচির আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় অটোমেশন পদ্ধতি চালুর ফলে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আসছে। ফলে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু, দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণকারীদের আবেদন বাছাই ও নিষ্পত্তিকরণ, ঢাকা আন্তর্জাতিক মেলার সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলি, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর ফলে জালিয়াতির ঘটনা রোধ হচ্ছে। ফলে রপ্তানি কার্যক্রমে জটিলতা পরিহার হচ্ছে। ইপিবি-তে অনলাইনে বাণিজ্য মেলার অংশগ্রহণের অনুমতির আবেদন, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন গ্রহণের ফলে বাণিজ্য মেলা আয়োজন, সিআইপি নির্বাচন ও রপ্তানি ট্রফি প্রদান স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে সকল প্রকার সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক রেডিকেল সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (আরএসপিএস) পদ্ধতিতে খুচরা ও পাইকারি বাজার দর সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী

ভূমিকা রাখবে। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ৫৫ ধরণের সেবা স্টেইকহোল্ডারগণকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Online Lincense Module (OLM) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তাছাড়া, Smart Office Management System (SOMS) এর আওতায় সকল সেবা প্রত্যাশীদের সেবা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা অনুমোদনের ফলে ঐ দপ্তরের কাজের গতিশীলতা এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত অভিযোগের ফিডব্যাক প্রদান করে থাকে। তাছাড়া, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সকল মোবাইল অপারেটর এর সাহায্যে এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে অবগত করানো হচ্ছে। অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) অন-লাইনে প্রদানের ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আসছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য অনলাইনের (Thomson Reuters Eikon) মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন মন্ত্রণালয় এবং গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের ফলে ভোক্তাগণ পণ্যের মূল্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল চালু করা হয়েছে, এর ফলে বাণিজ্য তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত হয়েছে।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়), অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাম দিক থেকে প্রথম) এবং সর্বডানে উপস্থিত ছিলেন ড. শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম দিক থেকে দ্বিতীয়), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাম দিক থেকে তৃতীয়), অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাম দিক থেকে প্রথম) এবং সর্ব ডানে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম. রেজওয়ান হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৪.৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেল

বাংলাদেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে তাহা কার্যকর হয়েছে। উক্ত অ্যাগ্রিমেন্টের আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ. বি. সি ক্যাটাগরি চিহ্নিত করে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ডব্লিউটিও-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্টের আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

WTO এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৪টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সেবা খাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS)-এর আওতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত সকল ধরনের মেধাসত্ত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে। ঔষধ ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মেধাসত্ত্বের বাধ্যবাধকতা ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালীন এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে এবং ঔষুধ রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যপদ্ধতি যুগোপযোগী করার জন্য একদিকে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার অন্যদিকে দীর্ঘদিনের কর্মবন্টন তালিকা হালনাগাদ করা আবশ্যক। সময়ের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্য পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন এবং জনগণের নিকট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কর্মকৃতি (বাণিজ্য শর্ত, রপ্তানি, ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদি) অর্জনের উপযোগী একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একান্ত অপরিহার্য।

ই-কমার্স কে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ই-কমার্সকে অত্যন্ত গুরুত্ব সাথে নিয়েছে। "ই-বাণিজ্য করব, নিজের ব্যবসা গড়বো" শীর্ষক জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদী ১৭৯৯.৯৩ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৫০০ জন উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে তরুণ উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্ভাবন প্রদর্শনী ২০১৯

৪.৬ পরিকল্পনা সেল

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ	১৩০৩৫০.০০
২	এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস	১০১২১২.০০
৩	বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১	৬৮০০.০০
৪	স্ট্রেনদেনিং ইনস্টিউশনাল ক্যাপাসিটি অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট ফর ট্রেড প্রমোশন	৬৯৩.০০
৫	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন দ্যা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস	৯৯৯.০০
৬	প্রমোশন অব সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস ইন দি ইন্ডাস্ট্রি	৬৮৩৯.০০
৭	ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো	১৮০০.০০
৮	এক্সপোর্ট ডাইভারসিফিকেশন এন্ড কম্পিটিটিভনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৯৯৫.০০
৯	ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট	৪৪৭.০০
১০	এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ	৪৯৮.০০

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান, পিএসসি 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯'পেয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিগত ১৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রি: তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯' তুলে দেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪.৭ বাণিজ্য সংগঠন

Ease of doing business এর অগ্রগতি

Ease of doing business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভকরণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট Ease of Doing Business এর বিষয়াদি পর্যালোচনা, করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। Ease of Doing Business এর ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণের লক্ষ্যে নামের ছাড়পত্র এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হইতেছে এবং এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর সাথে একীভুত করা হয়েছে;
- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ফিসমূহ অনলাইন গেটওয়ে এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে;
- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রারকে প্রদেয় ফিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতিলকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান ফি কাঠামোটি পুনর্বিন্যাস করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি), এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ইআরসি) এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজ-পত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;
- প্রণীতব্য আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১ এ আইআরসি, ইআরসি এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ধাপ এবং নিবন্ধন ফি কমানোসহ একই সাথে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে; এবং
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে রপ্তানিকারক নিবন্ধন ও জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণে কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

5th EU Bangladesh Business Climate Dialogue

৫. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক কর্মকাণ্ড

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথা: জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (বিটিসি), ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি), আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআই অ্যান্ড ই), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি), বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এবং বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণকরত ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিম্নে দপ্তর সংস্থাভিত্তিক কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করা হলো:

৫.১ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি)

(ক) প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্তে ০৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে জনগণের বহু প্রত্যাশিত জনবান্ধব আইন 'ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হয়। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ একটি মাইল ফলক। এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এবং ভোক্তাগণ তাঁদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে এই আইন অনুযায়ী অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিকারও পাচ্ছেন। এ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভোক্তারা আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন।

(খ) উদ্দেশ্য

এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। ভোক্তার অধিকার লঙ্ঘনের কারণে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিও এ আইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিভিন্ন নামে ভোক্তা-অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয় প্রণীত আইনসমূহ বলবৎ থাকার প্রেক্ষাপটে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ একটি অতিরিক্ত আইন।

(গ) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ

এ আইনের ধারা ৫ মোতাবেক ২৪ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ০৯-১২-২০০৯ তারিখে। মূলত এ সভার মাধ্যমেই ভোক্তা-অধিকার আইন বাস্তবায়নের সূচনা হয়। সভা সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঘ) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি

আইন বাস্তবায়নে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে:

১। জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১১ সদস্য বিশিষ্ট);

২। উপজেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (১৮ সদস্য বিশিষ্ট); ও

৩। ইউনিয়ন ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি (২০ সদস্য বিশিষ্ট)

(ঙ) অর্থবছরভিত্তিক বাজার তদারকির বিবরণী

ক্র: নং	অর্থ বছর	বাজার অভিযানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বাজার অভিযানের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	অভিযোগ নিস্পত্তির (সংখ্যা)	অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে দন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অভিযোগ নিস্পত্তির মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	অনিস্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)	মোট জরিমানার পরিমাণ (টাকা)	অভিযোগ কারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ	২৫% হিসাবে পেয়েছেন (জন)	সরকারী কোষাগারে জমাকৃত টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	১১=(৫+৯)	(১২)	(১৩)	১৪=(১১-১২)
১	২০০৯-১০	৭	৫৪	১,৬৫,৫০০	১৭৯	১৭৯	-	-	-	১,৬৫,৫০০	-	-	১,৬৫,৫০০
২	২০১০-১১	১৭৪	১৫১২	১,৬৯,৬১,৩০০			-			১,৬৯,৬১,৩০০	-	-	১,৬৯,৬১,৩০০
৩	২০১১-১২	৩৭১	২৬৫৫	২,৬৯,৫৪,৩০০			৮	২,১০,০০০		২,৭১,৬৪,৩০০	৫২,৫০০	৮	২,৭১,১১,৮০০
৪	২০১২-১৩	৫৪০	২৮৯৫	২,০৯,৩৪,৫০০			২৯	৪,৩৫,০০০		২,১৩,৬৯,৫০০	১,০৮,৭৫০	২৯	২,১২,৬০,৭৫০
৫	২০১৩-১৪	৭২১	২৮৪৪	১,৭৫,২৫,১০০			১৭	২,০৬,০০০		১,৭৭,৩১,১০০	৫১,৫০০	১৭	১,৭৬,৭৯,৬০০
৬	২০১৪-১৫	৮৪১	৩০২৪	১,৯৫,৮৬,৩৫০	২৬৪	২৬৪	১০৭	৭,৫৪,০০০		২,০৩,৪০,৩৫০	১,৮৮,৫০০	১০৭	২,০১,৫১,৮৫০
৭	২০১৫-১৬	১৩৯৪	৪৮৬৫	৩,১১,৬৬,৫৫০	৬৬২	৬৬২	১৯৪	১২,১৫,৫০০		৩,২৩,৮২,০৫০	২,৯৩,৮৭৫	১৯২	৩,২০,৮৮,১৭৫
৮	২০১৬-১৭	৩৪৩৭	৯৩০৬	৬,২৪,৭৬,৫৯২	৬১৪০	৬১৪০	১৪২৩	৬২,৩২,৭০৮		৬,৮৭,০৯,৩০০	১৫,৫১,৬৭৭	১৪২০	৬,৭১,৫৭,৬২৩
৯	২০১৭-১৮	৪০৭৭	১১৭১৮	১২,৫২,৮১,৭০০	৯০১৯	৯০১৯	১৯৩৪	১,৬১,৯৬,৫০০		১৪,১৪,৭৮,২০০	৩৯,৪০,৫০০	১৯১০	১৩,৭৫,৩৭,৭০০
১০	২০১৮-১৯	৭৩৪৩	১৯২৩৪	১৪,৭৪,৩৩,০৫০	৭৫১৫	৭১৮৫	১৪৬৯	৯৮,০৪,৮০০	৩৩০	১৫,৭২,৩৭,৮৫০	২৪,৩৮,৮২৫	১৪৩৬	১৫,৪৭,৯৯,০২৫
১১	২০১৯-২০ (১৮.০৯.১৯)	১২৯০	৩০৪৫	২,২২,৩০,৮০০	১৯৩৫	৪১৫	২১২	২৬,২৭,২০০	১৫২০	২,৪৮,৫৮,০০০	৬,৫৬,৪২৫	২১২	২,৪৪,০৯,৪৫০
সর্বমোট		২০১৯৫	৬১১৫২	৪৯,০৭,১৫,৭৪২	২৫৭১৪	২৩৮৬৪	৫৩৯৩	৩,৭৬,৮১,৭০৮	১৮৫০	৫২,৮৩,৯৭,৪৫০	৯২,৮২,৫৫২	৫৩৩১	৫১,৯১,১৪,৮৯৮

* চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০০০০ বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(চ) অভিযোগ নিস্পত্তি

৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ভোক্তাদের অভিযোগ করার জন্য জাতীয় ভোক্তা অভিযোগ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে বিধায় ভোক্তাদের অভিযোগ দায়েরের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিযোগ প্রাপ্তি, অভিযোগ নিস্পত্তি এবং অনিস্পন্ন অভিযোগের অর্থ বছরভিত্তিক বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্র: ন:	অর্থ বছর	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	অভিযোগ নিস্পত্তি (সংখ্যা)	অনিস্পন্ন অভিযোগ (সংখ্যা)
০১	২০১০-১৩ (পঞ্জিকা বছর)	১৭৯	১৭৯	-
০২	২০১৪-১৫	২৬৪	২৬৪	-
০৩	২০১৫-১৬	৬৬২	৬৬২	-
০৪	২০১৬-১৭	৬১৪০	৬১৪০	-
০৫	২০১৭-১৮	৯০১৯	৯০১৯	-
০৬	২০১৮-১৯	৭৫১৫	৭১৮৫	৩৩০
০৭	২০১৯-২০২০ ১৮.০৯.২০১৯	১৯৩৫	৪১৫	১৫২০
মোট		২৫,৭১৪	২৩,৮৬৪	১,৮৫০

(ছ) ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে, বিশেষ করে ফলমূল, শাকসবজি, মাছ ইত্যাদিতে ফরমালিনসহ অন্যান্য কেমিক্যাল এর অপব্যবহার রোধকল্পে জাতীয় অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে দেশব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। বিশেষত রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসন আমের মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়া থেকে শুরু করে বিপণন পর্যন্ত যে ভূমিকা রেখেছেন তা প্রসংশার দাবি রাখে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৮,৯০৫টি বাজার অভিযানের মাধ্যমে ৬৩,৩৬০টি প্রতিষ্ঠানকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

(জ) ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড

ভোক্তা অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে ৩,৫১,৭৪০টি পোস্টার, ১৪,৩৯,৫০০টি প্যাম্পলেট, ১৪,৫০,৯৫০টি লিফলেট, ৩,০০,০০০ স্টিকার এবং ২৬,৮০০টি ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে। ফলে খাদ্য দ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

(ঝ) অভিযোগ নিষ্পত্তি

ভোক্তা সাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত ২৩,৭৭৯টি অভিযোগের মধ্যে ২৩,৪৪৯টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(ঞ) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮টি (আটটি) বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। এখন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠনের কাজ চলছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে এ ধারা আরো জোরদার করতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে উপজেলা পর্যায়ে অফিস ও লোকবল সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে লোকবল বৃদ্ধি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে। প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ে ১১৪ জন, বিভাগীয় অফিসে জনবল সংখ্যা ১৭০ জন, জেলা অফিসে ৩৮৪ জন এবং উপজেলা অফিসে ১৪৭৩ জন সর্বমোট ২১৪১ জন লোকবল বৃদ্ধি/সৃষ্টি প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাঅন্তে দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের গণশুনাণি করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর ও পরিচালক (কার্যক্রম ও গবেষণাগার) জনাব মোঃ হারুন-উজ-জামান ভূঁইয়া। শুনানিকালে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, কলামিষ্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ

মিষ্টির কারখানায় তদারকিতে সহকারী পরিচালক আফরোজা রহমান ও অন্যান্য

৫.২ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

(ক) ভূমিকা

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ক্রমউন্নয়নশীল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দ্বারা পণ্য উন্নয়ন, পণ্য যুগোপযোগীকরণ ও বহুমুখীকরণ এবং পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণ কর্মকাণ্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সহজীকৃত সেবা প্রদান করা ব্যুরোর অভিলক্ষ্য।

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালে সরকারি সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশ (XLVII of 1977) বলে প্রথম শ্রেণীর ৫৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ০৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫৩ জন ও চতুর্থ শ্রেণীর ৪৫ জনসহ সর্বমোট ২৫৪ জনবল সমৃদ্ধ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। ১৯৮৪ সালে তদানিন্তন Martial Law Committee on Organizational Set-up (Public Statutory Organizations/Autonomous/Semi-autonomous Bodies and Allied Organizations) ব্যুরোর TO&E পুনর্গঠনপুর্বক প্রথম শ্রেণীর ৫০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ০৩ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ১৩০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৫৩ জনসহ সর্বমোট ২৩৬টি পদ অনুমোদন করে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর আওতায় সৃষ্ট বস্ত্রসেলে বৎসরভিত্তিক সংরক্ষণ মঞ্জুরিতে প্রথম শ্রেণীর ১২ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ২৯ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ০৯ জনসহ মোট ৫০ জনবল সৃষ্টি করা হয়। উক্ত ৫০ জনবল হতে ০৭টি পদ বিলুপ্তকরণপূর্বক ৪২টি পদ ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থায়ী করা হয়। ইতঃপূবে ইতালির মিলানে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অফিস ছিল যা ১৯৯৩ সালের জুন মাসে বন্ধ করে দেয়া হয়।

(গ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১ দ্বারা ব্যুরোর নিজস্ব জনবলের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির জারিকৃত অধ্যাদেশ (XLVII of 1977) রহিতক্রমে উহা পুনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫-এর ধারা ১৮ ও ধারা ১৯ এর আলোকে বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায় ব্যুরোর বর্তমান কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯১ পরিবর্তন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনকরণপূর্বক ব্যুরোর কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ প্রণয়নের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(ঘ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অর্গানোগ্রাম

১৯৮৪ সালে পুনর্গঠিত ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোতে সর্বমোট জনবল ২৩৬ জন। পরবর্তীতে ২০০৯ এবং ২০১০ সালে ৪২টি পদ ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থায়ী করা হয় (যা এখনও অর্গানোগ্রামভুক্ত হয়নি)। ব্যুরোর অনুমোদিত ২৭৮ জনবলের অর্গানোগ্রাম সংযুক্ত (২৩৬ জনবলের অর্গানোগ্রামের সাথে ৪২ জনবল সংযুক্ত করে দেখানো হলো)। ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ব্যুরোর ১৩৯তম পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবর্তিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে ব্যুরোর অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন প্রস্তাব তৈরি করে তা দ্রুত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) বর্তমান কর্মরত জনবল, পরিচালন পদ্ধতি, অফিসসমূহ

ব্যুরোর অনুমোদিত ২৭৮ (বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলানস্থ অফিস, বরিশাল ও বগুড়াস্থ অফিসের জনবলসহ) জনবলের মধ্যে বর্তমানে ২০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছে। মোট ৭৪টি পদ শূণ্য রয়েছে (প্রেষণে-৫, নিয়োগ-৪৫ এবং পদোন্নতি-২৪টি)। সংবিধিবদ্ধ এ সংস্থাটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ এর আওতায় ২২-সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। সরকারের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন। ঢাকার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সিলেট, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের ভূমিকা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে।

(চ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(ক) দেশের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতের জন্য কার্যকর ও পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও সমন্বিত

(ঝ) ব্যুরোর বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী প্রদর্শণী কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

পূর্বাচল নতুন শহরে বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী প্রদর্শণী কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আরডিপিপি মোতাবেক সর্বমোট ১৩০৩.৫০ কোটি টাকা (চীন- ৬২৫.৭০ কোটি টাকা+জিওবি- ৪৭৫ কোটি টাকা+ইপিবি- ২০২.৮০ কোটি টাকা) ব্যয়ে নির্মীয়মান এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ। চায়নিজ পার্ট কর্তৃক সম্পাদনযোগ্য কাজের ৮০% কাজ ইতোমধ্যে শেষ হওয়ায় প্রকল্পটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে বুঝে নেয়ার জন্য তাগিদ রয়েছে।

(ঞ) জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট হতে কাওরান বাজার রেলক্রসিং সংলগ্ন হাতিরঝিল এলাকায় ব্যুরোর ক্রয়কৃত জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে ২০তলা বিশিষ্ট জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ তারিখ Engineers and Consultants Bangladesh Ltd. (ECBL)-ঢাকাকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে Inception Report, Preliminary Architectural Design, Design Brief, DPP, Detailed Estimate, Tender Documents, Working Design, Land Map, Soil Test ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হলেও বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যুরোর মালিকানাধীন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের উক্ত ৫.৫৫৫৫ একর জমি (কম/বেশি) রাজউক কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণের জন্য শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার ই ব্লকের ই-৫/বি নং ০১ (এক) একরের প্লটটি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে গত ১৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ ব্যুরো বরাদ্দ গ্রহণ করে। নতুন এ জায়গায় জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ECBL-কে বহাল রেখে উচচ সংশোধনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, প্লটটিতে অবৈধভাবে বসবাসরত কিছু সংখ্যক অস্থায়ী/ভাসমান বস্তিবাসীর পক্ষে ২০১০ সালে দায়েরকৃত একটি রিট পিটিশনে স্থগিতাদেশ থাকায় তখন এ বিষয়ে আর কোন কাজই করা সম্ভব হয়নি। গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ মহামান্য আদালত কর্তৃক মামলাটির রুল খারিজ করার প্রেক্ষিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ব্যুরোর অনুকূলে জমিটির রেজিস্ট্রেশন করা হয়।

গত ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যুরোর ১৩৯তম পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক (ক) CPTU'র মতামতের ভিত্তিতে ECBL-কে নতুন জায়গায় নির্মিতব্য জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণের উচচ/RDPP তৈরি/চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য পরামর্শক হিসেবে বহাল রেখে দ্রুত উচচ/RDPP প্রণয়ণসহ অন্যান্য কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, (খ) প্লটটির চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যুরোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন, ঢাকা প্লটটির ওপর স্থাপিত অবৈধ অস্থায়ী টিনের ঘর-বাড়ি/স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-কে দায়িত্ব প্রদান করে অফিস আদেশ জারি করেছেন। সহসাই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হবে। উচ্ছেদ কার্যের পরে প্লটটির নিরাপত্তার জন্য অঙ্গিভূত আনসার সদস্য নিয়োগ করা হবে।

(ট) সিআইপি (রপ্তানি)

দেশীয় রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড-২০১৫ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড -২০১৬ বিতরণ করা হয়েছে।

(ঠ) জাতীয় রপ্তানি ট্রফি

বহির্বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ৬৩টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়।

(ড) দেশীয় পণ্য পরিচিতি ও মেলা আয়োজন

বাংলাদেশের পণ্য পরিচিতি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে প্রতি বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ২৮টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে ১৮৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ করে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৫৩৯৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য ও সেবাখাতসহ)

মূল্যের রপ্তানি আয় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আন্তর্জাতিক মেলা থেকে ২৩.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তাৎক্ষণিক রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে।

(ঢ) বর্হিবিশ্বে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ২৮টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে ১৮৮.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ করে। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে ৪৬.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (পণ্য ও সেবাখাতে)।

(ণ) Registered Exporters Stystem (REX)

২১ জুলাই ২০১৯ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর REX কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। REX প্রবর্তনের ফলে Exporter গণ তাদের Statement of Origin নিজেরাই ইস্যু করতে পারবেন। REX প্রবর্তনের ফলে Ease of doing business কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আসবে এবং সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি কমে আসবে।

National Export Trophy Distribution Program

Commerce Minister Visit by DITF-2019 Fair Ground

৫.৩ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (বিটিসি)

(ক) পটভূমি

Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮-০৭-১৯৭৩ তারিখের রেজুল্যুশন নং-ADMN-IE-২০/৭৩/৬৩৬-এর বলে একটি সম্পূর্ণ সরকারী দপ্তর হিসেবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ, মান-উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৯২ সনের ৪৩নং আইনের মাধ্যমে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory public authority) হিসাবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন গঠন করা হয়।

(খ) কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১৯৯২ সালে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য কমিশনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্ধারিত হয়। এ কাঠামো অনুযায়ী একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। এছাড়া, কমিশনে ৪ (চার) জন যুগ্ম প্রধান, ১(এক) জন সচিব ও বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩৯ জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ৪৩ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৩৩ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে। বর্তমানে ২৮ জন কর্মকর্তা এবং ৫৮জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট আইনের শর্ত অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশনের সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের নিয়োগবিধি অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান ও উপ-প্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ হয়ে থাকে।

(গ) কমিশনের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, শিল্প সম্পদ উৎপাদনে প্রতিযোগিতায় উৎসাহ, শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশী পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে দেশীয় শিল্প সম্পদ ব্যবহারের উন্নয়ন, ডাম্পিং ও বিদেশী পণ্যের আমদানি ও বিক্রয়ের ব্যাপারে অসাধু পন্থা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। কার্য সম্পাদনে কমিশন বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করে। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। কমিশনের কাজে কাঙ্খিত গতিশীলতা আনয়ন ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনকে বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ-এ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বাণিজ্য নীতি বিভাগ শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ, শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ থাকে। বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স, স্যানিটারী এন্ড ফাইটোস্যানিটারি মেজার্স এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস্ টু ট্রেড সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিষয়ে কার্য সম্পাদন করে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাম্প্রতিক অর্জন

ঘ.১ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে কমিশন 'এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস ২০১০' এর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করে যা পরবর্তীতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত গাইড লাইনের আলোকে কমিশন ইতোমধ্যে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চীন, তুরস্ক, শ্রীলংকা, জিসিসি, জর্দান, মায়ানমার, মেসিডোনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফ্রিকার কতিপয় দেশের সাথে বাংলাদেশের এফটিএ-এর সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনসমূহ বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের নির্ণায়ক।

ঘ.২ কমিশন Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), EU-ASEAN FTA, EU-VIETNAM FTA, EU-INDIA FTA, Trans-Pacific Partnership Agreement সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর সম্ভাব্য ঝুঁকি যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রস্তুত করে, যা বাংলাদেশের করণীয় নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঘ.৩ সাফটা, আপটা ও বিমসটেক ইত্যাদি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা বিনিময়ের লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন সময়ে সুপারিশ প্রণয়ন করে। এই সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের অবস্থানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ.৪ বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার জন্য কমিশন সময়ে সময়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সুপারিশ প্রণয়ন করে। এর ওপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার জন্য বাংলাদেশের অবস্থানপত্র প্রস্তুত করা হয়।

ঘ.৫ কমিশন ২০১২ সালে ভারত, নেপাল ও ভূটানকে প্রস্তাবিত ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বিষয়ে গঠিত কোর কমিটির মূল প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ঘ.৬ কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ অনুযায়ী দেশীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্য হতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা যথা: এন্টি-ডাম্পিং, সেইফগার্ড ও কাউন্টারভেইলিং শুল্কের মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কমিশন এ সম্পর্কিত বুকলেট, নির্দেশিকা এবং ব্রোশিওর (Brochure) প্রকাশ করে। এছাড়া, কমিশন সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের বিষয়ে একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে। এটি পরবর্তীতে আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ পূর্ণাঙ্গ বিধি হিসেবে প্রকাশ করে।

ঘ.৭ কমিশন সম্পূর্ণায়িত মোটর সাইকেল আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি ও মোটর সাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাসকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে মোটর সাইকেল উৎপাদন শিল্প বিকশিত হয়েছে। বাংলাদেশে মোটর সাইকেল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে দেশে রপ্তানির পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে উৎপাদনে বিনিয়োগ করছে।

ঘ.৮ কমিশন সম্পূর্ণায়িত রেফ্রিজারেটর আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধি ও রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাসকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে রেফ্রিজারেটর উৎপাদন শিল্প স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ব্র্যান্ডসমূহ বাংলাদেশে এই খাতে বিনিয়োগ করা শুরু করেছে।

ঘ.৯ রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কমিশন শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ-এর কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার হ্রাস এবং সম্পূর্ণায়িত নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধির বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জাহাজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ রপ্তানির পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে।

ঘ.১০ প্লাস্টিক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কালার মাস্টার ব্যাচের পৃথক এইচ.এস.কোড সৃজন ও আমদানিতে শুল্কহার বৃদ্ধির বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয়ভাবে মাস্টার ব্যাচ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

ঘ.১১ দেশে বিকল্প জ্বালানি এলপিজি গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা বিবেচনাপূর্বক গ্রাহকদের যৌক্তিকমূল্যে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কমিশন কর্তৃক এলপিজি সিলিন্ডারের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাসের বিষয়ে সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় বাজারে এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.১২ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের প্রক্রিয়াজাতকৃত ক্ষতির অংশ/গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহার অযোগ্য পণ্য (স্থানীয় ভাষায় ঝুট নামে পরিচিত) স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কমিশন ঝুটের উপরে রপ্তাণিশুল্ক আরোপ এবং নূণ্যতম রপ্তানিমূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ঝুট পুণঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (টেরিটাওয়েল, কার্টেন ও ক্যানভাস জাতীয় কাপড় উৎপাদনকারী শিল্প, প্রভৃতি) দেশে বিকশিত হয়েছে।

ঘ.১৩ ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি ব্যয়ভার কমানোর লক্ষ্যে কমিশন বেশ কিছু বিলাসজাত পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের সুপারিশ করে, যা বাস্তবায়নের ফলে আমদানি ব্যয় সঙ্কুচিত হয়।

ঘ.১৪ দেশীয় ফুল চাষীদের ফুল উৎপাদনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাজা ফুল আমদানিতে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে যশোর ও সাভারে ফুল চাষে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে।

ঘ.১৫ কমিশন হতে মোটর সাইকেল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। এ ধরণের সহায়তা প্রদানের ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোটর সাইকেলের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.১৬ কমিশন হতে সিনথেটিক ফেব্রিক্স মিশ্রিত ফুটওয়্যার রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়। বর্ণিত সহায়তার ফলে বাংলাদেশের সিনথেটিক ফেব্রিক্স মিশ্রিত পাদুকা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.১৭ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ মোতাবেক গঠিত 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এ সেলের আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের (আন্তর্জাতিক বাজারদরসহ) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

ফলশ্রুতিতে গত কয়েকবছর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে।

ঘ.১৮ অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানিতে ভ্যাট তিন স্তরের পরিবর্তে আমদানিস্তরে ১৫% নির্ধারণকরণ বিষয়ে মতামত প্রেরণ, ফলে স্থানীয় বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে;

(ঙ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের কার্য সম্পাদনে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

- এলোকেশন অব বিজনেস-এ দেশের শুল্ক নীতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও কমিশন কর্তৃক এতদ্বিষয়ে প্রণীত সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়ায় স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করতে নিরুৎসাহিত বোধ করে;
- শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য ভান্ডার না থাকায় কমিশন কর্তৃক তথ্য নিভ্রূ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ ও সুপারিশ প্রণয়ন কষ্টসাধ্য।
- আমদানি শুল্কের অতিরিক্ত সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ও ট্যারিফ মূল্য আরোপের প্রবণতা থাকায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহে অনীহার কারণে সুরক্ষা প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাস্টমস আইন ১৯৬৯ এর বিধি অনুযায়ী এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্কারোপের জন্য কমিশনে আবেদন করতে উৎসাহ বোধ করে না। এর ফলে কমিশন আইন দ্বারা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হচ্ছেনা।
- পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমিশনের আভ্যন্তরীন মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশনের স্থায়ী কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।
- কমিশনের চাকরি বিধিমালায় কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন স্কীম ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রবর্তনের বিষয় উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি, ফলে কমিশনের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

(চ) কমিশনের কাজকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে আনীত প্রস্তাবসমূহ

- এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী শুল্ক নীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে কমিশনের সুপারিশ যথাযথভাবে বিবেচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে, প্রস্তাবিত কাষ্টমস এ্যাক্ট, ২০১৮-এ শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণকে আবশ্যিক করা যেতে পারে;
- সুরক্ষা প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সম্পূরক শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ও ট্যারিফ মূল্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রদানকে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।
- শিল্প পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত একটি হালনাগাদ তথ্য ভান্ডার প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কর্মে দক্ষতা ও বাণিজ্য নেগোসিয়েশনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের কর্মকর্তাদের অধিকতর উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- কমিশনের বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনতিবিলম্বে পেনশন স্কীম ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল চালু করা যেতে পারে।

(ছ) কমিশনের কাজকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সামপ্রতিক উদ্যোগসমূহ

১. অপ্রচলিত পণ্যে লেচিথিন সয়াঅ্যাসিড অয়েল এবং সয়া ফ্যাটি দেশের উৎপাদনপূর্বক দেশের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির বিপরীতে ২০% নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এ প্রেরণ করা হয়েছে;

২. আমদানিকৃত Waste & Scrap of Tinned Iron or Steel ছাড়করণের জন্য ক্লিয়ারেন্স পারমিট প্রদানের প্রদান বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এ প্রেরণ করা হয়েছে;

৩. ওমানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে Food stuff হিসেবে দুই লক্ষ মেট্রিক টন চিনি সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে প্রতিবেদন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এ প্রেরণ করা হয়েছে;

৪. দেশীয় সম্ভাবনাময় ইস্পাত শিল্পের সুরক্ষা ও গুণগতমানসম্পন্ন ইস্পাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণে সম্পূর্ণায়িত ইস্পাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;

৫. পাটকাঠি থেকে উৎপাদিত কার্বন রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বিষয়ে কমিশনের মতামত;

৬. দেশীয় জিপসাম বোর্ড ও শীট উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আমদানিকৃত জিপসাম বোর্ড ও শীট (এইচ.এস.কোড ৬৮০৮.০০.০০, ৬৮০৯.১১.০০ এবং ৬৮০৯.১৯.০০) এর আমদানি শুল্ক পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;

৭. প্রিফেব্রিকেটেড স্টিল বিল্ডিং পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল বিষয়ে তফসিলে পণ্যের বর্ণনায় সংযোজন বিষয়ে কমিশনের মতামত;

৮. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জিলেটিন ও হার্ড জিলেটিন ক্যাপসুল রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মতামত প্রেরণ;

৯. ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিফলনের জন্য সম্পূর্ণায়িত মাল্টিলেয়ার এক্সট্রুডেটেড শীট এইচ.এস.কোড ৩৯২১.৯০.২০ সংক্রান্ত এস.আর.ও সংশোধন বিষয়ে কমিশনের মতামত;

১০. স্থানীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্তে আমদানিকৃত জাহাজের শুল্কহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

১১. লবণ উৎপাদনের প্রক্রিয়াগত অবচয় এবং ভোজ্য লবণসহ বিভিন্ন ধরণের লবণের চাহিদা নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির ২য় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ;

১২. ইপিজেডে উৎপাদিত রপ্তানি পণ্যের অনধিক ১০% প্রচলিত হারে শুল্ক ও ভ্যাট পরিশোধ সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণযোগ্য পণ্যের তালিকায় এইচ.এস.কোড সংযোজন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;

১৩. স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করণপূর্বক স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পেঁয়াজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;

১৪. বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাৎসরিক চাহিদা এবং রমজান মাসের চাহিদা প্রেরণ;

১৫. অপরিশোধিত সয়াবিন, পাম ও পাম ওলিন এর আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী এই তিন পর্যায়ের ভ্যাট ''কেবলমাত্র আমদানি পর্যায়ে'' একবার প্রদেয় মোট ১৫% মূল্য সংযোজন কর সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত প্রেরণ;

১৬. স্থানীয় ভাবে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা উৎপাদনে ব্যবহৃত থ্রি হুইলার ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিন আমদানিতে শুল্ক হ্রাস প্রসঙ্গে;

১৭. স্থানীয় ফুল চাষীদের সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আমদানিকৃত ফুলের উপর শুল্ক হার বৃদ্ধি;

১৮. দেশে উৎপাদিত মধুর বাজার সম্প্রসারণ ও মধু চাষকে উৎসাহিত করার জন্য আমদানিকৃত মধুর উপর শুল্ক হার বৃদ্ধি;

১৯. পরিশোধিত চিনি আমদানিতে উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি;

২০. স্থানীয় মোটর সাইকেল শিল্প বিকাশ এবং স্থানীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রং করে সিকেডি মোটর সাইকেল আমদানির সুবিধা পুনর্বিবেচনা না করার বিষয়ে সুপারিশ;

২১. কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল উৎপাদনে আমদানিকৃত উপাদান আমদানিতে শুল্ক হার হ্রাস;

২২. লুব্রিকেটিং অয়েল ও লুব-বেইজ অয়েল পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট আহরণের নিমিত্ত ট্যারিফ ভ্যালু পুনর্নির্ধারণ;

২৩. বিজ্ঞান বাক্স/সাইন্স কিট আমদানিতে এইচ.এস. হেডিং ৯০২৩ এর অধীন এইচ. এস. কোড ৯০২৩.০০.১০ বর্ণনা Scientific Kit for Children সৃজন;

২৪. বিজ্ঞান শিক্ষা সহায়ক পণ্য বিজ্ঞান বাক্সের স্থানীয় মূল্য হ্রাসের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-১৬৭-আইন/ ২০১৮/৭৯০-মূসক এর টেবিল ০৩ এ উৎপাদন পর্যায়ে এবং টেবিল ০৫ এ ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিজ্ঞান বাক্স সংযোজন করে ভ্যাট অব্যাহতি;

২৫. প্লাস্টিক ও মেলামাইন শিল্পের কাঁচামাল প্রিন্টেড মেলামাইন ট্রান্সফার পেপার এইচ.এস.কোড ৪৯০৮.১০.১০ ও ৪৯০৮.১০.৯০ আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক হ্রাস;

২৬. স্টেনলেস স্টিলের তৈরি বেয়ারিংযুক্ত কব্জা ও বেয়ারিংবিহীন কব্জা এইচ.এস.কোড ৮৩০২.১০.০০ আমদানিতে সর্বনিম্ন এ্যাসেসেবল ভ্যালু পুনর্নির্ধারণ;

২৭. ফার্নিচার শিল্পের কাঁচামাল এব্রেসিভ পেপার এবং পাউডার এইচ.এস.কোড ৬৮০৫.২০.০০ ও ৬৮.০৫.১০.০০ আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি হ্রাস;

২৮. কেবল শিল্পের কাঁচামাল কপার ওয়্যার এইচ.এস কোড ৭৪০৮.১১.০০ আমদানিতে বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি (সিডি) হ্রাস·

২৯. ভ্যাট নিবন্ধিত কম্প্রেসার উৎপাদনকারী শিল্পের কম্প্রেসার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে এসআরও জারি বিষয়ে সুপারিশ;

৩০. বিমসটেক এর আওতায় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক রুলস অব অরিজিন (পিএসআর) এইচএস ২০১৭ ভার্সনে রূপান্তর;

৩১. ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নে শুল্কমুক্ত প্রবেশের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পণ্য তালিকা প্রস্তুতকরণ;

৩২. আমদানিকৃত পণ্যে মেধাস্বত্ত্ব (Intellectual Property Rights) প্রয়োগ বিধিমালা, ২০১৮ সংক্রান্ত মতামত প্রস্তুতকরণ;

৩৩. বাংলাদেশের পঞ্চম ট্রেড পলিসি রিভিউ, ২০১৯ উপলক্ষ্যে মতামত প্রস্তুতকরণ;

৩৪. শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রিদ প্রোটোকল-এ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে কমিশনের মতামত প্রণয়ন;

৩৫. বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;

৩৬. বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৩৭. বাংলাদেশের সাথে Mercosur এর FTA করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৩৮. মিয়ানমার কর্তৃক বাংলাদেশ মিয়ানমার PTA এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান;

৩৯. বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য সম্ভাবাতা যাচাই সংক্রান্ত যৌথ সমীক্ষায় বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত অংশ প্রস্তুত করা;

৪০. Leather Industries in Bangladesh: Post Graduation Challenges and Way forward শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪১. Product and Market Diversification in Export Trade of Bangladesh: Challenges and Pathways শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪২. D-8 PTA অনুসারে Concession List of Products চূড়ান্তকরণ;

৪৩. বাংলাদেশ হতে জিসিসি ভুক্ত ৬টি দেশের নিকট DFQF সুবিধা প্রাপ্তির জন্য পণ্য তালিকা প্রণয়ন;

৪৪. রাশিয়ার বাজারে অগ্রাধিকারমূলক শুল্কসুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত অগ্রাধিকারভিত্তিক পণ্য তালিকা প্রণয়ন;

৪৫. বাংলাদেশের বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রুলস অব অরিজিন চিহ্নিতকরণ;

৪৬. ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত SAARC Regional Investment Treaty এর ওপর মতামত প্রেরণ;

৪৭. মাদ্রিদ প্রটোকলে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে মতামত প্রেরণ;

৪৮. SDG-এর বিভিন্ন Indicator সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

৪৯. সংযুক্ত আরব আমিরাত, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান; এবং

৫০. বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ের বৈঠক, Commonwealth Clean Ocean Alliance (CCOA) জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মতামত/ইনপুট প্রদান করা হয়েছে।

০৮ জানুয়ারি ২০১৯ কমিশনের সভাকক্ষে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

৩১ মার্চ ২০১৯ কমিশনের সভাকক্ষে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বায়াক্সিয়ালি ওরিয়েনটেড পলি প্রপাইলিন ফিল্ম উৎপাদনকারী

ক্র: নং

৫.৪ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

(ক) পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৬৮ নং আদেশে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, টিসিবি কর্তৃক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানির ফলে জনগণের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্ব বাণিজ্যিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি খাতের প্রসার বাড়ে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর মত পর্যায়ক্রমে টিসিবি'র কার্যক্রমও সংকুচিত হতে থাকে। ১৯৯৩ এবং ২০০২ সনে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে ২ পর্যায়ে টিসিবি'র মোট ১১১১ জন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে চাকুরী থেকে বিদায় করে জনবল ২২৫ এ অবনমন করা হয়। বার বার সংকোচনের ফলে টিসিবি'র আর্থিক, বাণিজ্যিক ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা তৈরি হয়। ফলে, স্থানীয় বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকারের সরাসরি কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ কমে যায়। ২০১১ সালে আওয়ামীলীগ সরকার টিসিবিকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার নিমিত্ত জনবল ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

(খ) টিসিবি'র প্রয়োজনীয়তা

- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার অবকাশ না থাকায় সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ সহায়ক (Market Intervention) শক্তি হিসেবে কাজ করা।
- অযৌক্তিকভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ঘাটতি বা মূল্য বৃদ্ধির তৎপরতা প্রতিহত করা।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদির দাম স্থিতিশীল রেখে ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা।

(গ) টিসিবি'র প্রধান কার্যাবলী

গ.১ সরকারের নির্দেশনা অনুসারে জরুরি পণ্যদ্রব্যের আমদানি/স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বাফার ষ্টক গড়ে তোলা।

গ.২ সরকারের নির্দেশনা অনুসারে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা।

গ.৩ স্থানীয় ভাবে ক্রয় অথবা আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে ডিলার/এজেন্ট নিয়োগ করা এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা।

গ.৪ নিয়মিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করত: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ এবং টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

(ঘ) এক নজরে টিসিবি

প্রতিষ্ঠা	১৯৭২ (পি.ও ৬৮/৭২)
অনুমোদিত মূলধন	১,০০০ কোটি টাকা
কার্যক্রম শুরু	১৯৭২
আঞ্চলিক কার্যালয়	০৮টি
অনুমদিত জনবল কাঠামো	২৭৫ জন
বর্তমান জনবল সর্বমোট	১৭৪ জন।
মোট পেনশনার	৩২৬ জন
গোল্ডেন হ্যান্ডশেক	১,১১১ জন
মোট ডিলার সংখ্যা	২,৮৩৫
মোট মজুদ ক্ষমতা	২৫,২৯৮ মেঃ টন (নিজস্ব-১৫,০৮০ মেঃ টন ভাড়া-১০,২১৮)

(ঙ) টিসিবি'র জনবল কাঠামো

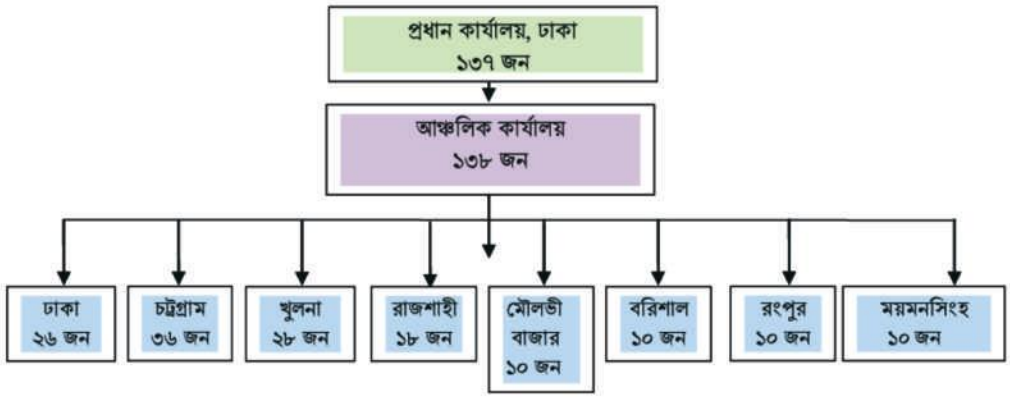

মোট অনুমোদিত জনবল ২৭৫ জন।

(চ) জনবল বিবর্তন

সাল	১৯৭২	১৯৮৪	১৯৯৩	২০০২	২০১১
জনবল	৪৩১	১,৩৩৬	৭১৪	২২৫	২৭৫

- ১৯৯৩ সনে জনবল ১,৩৩৬ হতে ৭১৪ জনে এবং ২০০২ সনে ২২৫ জনে অবনমন করা হয়।
- দুই পর্যায়ে টিসিবি'র মোট ১,১১১ জন প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গোল্ডেন হ্যান্ডশ্যাকের মাধ্যমে বিদায় করা হয়।
- ২০১১ সালে আওয়ামীলীগ সরকার টিসিবি'কে শক্তিশালী ও কারযকর করার নিমিত্ত জনবল ২৭৫ জনে উন্নীত করেন।

(ছ) টিসিবি'র পরিচালনা পর্ষদ

মোট : ০৬ জন

পদবী	পর্ষদের পদ
চেয়ারম্যান, টিসিবি	সভাপতি
পরিচালক, টিসিবি ০৩ জন	সদস্য
বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের প্রতিনিধি ০২ জন	সদস্য

(জ) পণ্যের পরিমাণ ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

টিসিবি কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ডিলার প্রতি পণ্যের পরিমাণ ও ভোক্তা মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে পণ্যের খুচরা মূল্য, পাইকারী মূল্য, বাজারে চাহিদা এবং টিসিবি'র মজুদ পর্যালোচনা করে তা টিসিবি'র পর্ষদে উপস্থাপন করে। পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশ করার পর তা অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতি ডিলার এর বিপরীতে পণ্যের পরিমাণ ও ভোক্তামূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর টিসিবি ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে। এভাবে প্রতিটি পণ্য ক্রয়ের পর প্রতিবার ডিলার প্রতি বরাদ্দের পরিমাণ ও ভোক্তামূল্য নির্ধারণ করা হয়।

(ঝ) পণ্য ক্রয় পদ্ধতি

পিপিআর-০৮ এ একাধিক ক্রয় পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে। তন্মধ্যে টিসিবি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করে থাকে:

- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) - সর্বাগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হওয়ায় অধিকাংশ পণ্য ক্রয় করা হয়।
- কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতি (জাতীয়) - আর্থিক সীমা থাকায় কদাচিৎ খুব সামান্য পরিমাণ পণ্য প্রয়োজনে ক্রয় করা হয়।
- সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (জাতীয়) - জরুরি প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ক্রয় করা হয়।

(ঞ) কাউন্টার গ্যারান্টি অনুমোদন প্রক্রিয়া

বর্তমানে টিসিবি'র নগদ মূলধন না থাকায় প্রত্যেকবার পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক/সরবরাহকারীর সাথে চুক্তি করার পর Letter of Credit (L/C) খোলা হয়। সেই L/C এর কপিসহ গ্যারান্টির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়, যা দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাণিজ্য-অর্থ-আইন-অর্থ-বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হয়ে টিসিবিতে আসে।

(ট) ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ পদ্ধতি

- ডিলারদের মাধ্যমে-

  ক। ডিলাররা তাদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে।

  খ। ডিলাররা খোলা ট্রাকের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে।
- টিসিবি'র নিজস্ব খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে।
- ক্ষেত্র বিশেষ ওপেন সেল এর মাধ্যমে-সম্ভাব্য ক্রেতাগণ যে কোন পরিমাণ পণ্য সরাসরি টিসিবি'র নিকট হতে ক্রয় করতে পারে।

(ড) টিসিবি'র বিক্রয় মাধ্যম

- মোট ডিলার সংখ্যা: ২,৮৩৪ জন।
- ট্রাক সেল (ভ্রাম্যমান ট্রাক সংখ্যা)-১৮৭টি
  (ঢাকায় ৩৫টি, চট্টগ্রামে ১০টি, অন্যান্য বিভাগীয় সদরে ৫টি এবং জেলা সদরে ২টি করে)
- নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র: ১০টি
  (ঢাকায়-০৩টি, চট্টগ্রাম-০১টি, খুলনা-১টি,
  রাজশাহী-০১টি, রংপুর-০১টি, বরিশাল-০১টি,
  মৌলভীবাজার-০১টি ও ময়মনসিংহ-১টি)
- সাধারণ বরাদ্দ

(ঢ) ২০১৪-১৫ হতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়

পরিমাণ: মেট্রিক টন

পণ্য		*২০১৪-১৫*	*২০১৫-১৬*	*২০১৬-১৭*	*২০১৭-১৮*	*২০১৮-১৯*	*২০১৯-২০*
চিনি	ক্রয়	১,০০০	৩,৫০০	২,০০০	২০০০	২৫০০	-
	বিক্রয়	৩৩০৩	৩৮৫৬	২৬৩৩	১০৪৯	২৯৬০	-
মশুর ডাল	ক্রয়	-	১৯০৬	২,০০১	১৫০০	১৫৩৭	-
	বিক্রয়	১৯২৮	১৪২৬	১৫৫৫	১৪২১	১৬৬৬	-
ছোলা	ক্রয়	১৫২৮	১৪২৬	১,৯৩২	১৯৫৫	১৪৪৯	-
	বিক্রয়	১৬০৪	১৪৭২	১৯৩৫	৮১৩	২৫৯১	-
সয়াবিন তেল	ক্রয়	-	৫২৫	১,৫০০	১৫০০	২০০০	-
	বিক্রয়	৩৩৫৫	২৬১১	১৩৭৬	৯৩১	২১৯৭	-
খেজুর	ক্রয়	১০	১০	১৩	১০০	১০০	-
	বিক্রয়	১০	১০	১৩	১০০	১০০	-

(ণ) পণ্যের মজুদ ক্ষমতা

গুদামের নাম	*অবস্থান*	*মজুদ ক্ষমতা (মেট্রিক টন)*
নিজস্ব গুদাম ৪টি	ঢাকা, চট্টগ্রাম	১৫,০৮০
ভাড়া গুদাম ৬টি	খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, মৌলবীবাজার, বরিশাল, ময়মনসিংহ	১০,২১৮
নিজস্ব গুদাম ৪টি	ঢাকা, চট্টগ্রাম	১৫,০৮০
মোট মজুদ ক্ষমতা:	২৫,২৯৮	

(ত) বাজার তথ্য সেলের কার্যক্রম

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে তাঁর বাজার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ০১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবির উপর ন্যাস্ত করা হয়।
- প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় খুচরা ও পাইকারী বাজার সংগ্রহপূর্বক খুচরা বাজার দর টিসিবি'র ওয়েবসাইটের প্রকাশ করা হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট খুচরা বাজার দর প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, দৈনিক পাইকারী বাজার দর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজার দর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করা হয়।

(থ) স্থাবর সম্পদ (ঢাকা ও নারায়াণগঞ্জ)- ০১

জমির অবস্থান		জমির পরিমাণ	মন্তব্য
০১।	টিসিবি প্রধান কার্যালয়, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।	১.৮৫ বিঘা	জমি ও ভবন
০২।	৩৪৪/সি তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা।	১.০০ বিঘা	জমি ও গুদাম
০৩।	২৩০ তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা।	৩.০০ বিঘা	জমি ও গুদাম
০৪।	৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, গুলিস্তান, ঢাকা।	০.১৯ বিঘা	জমি ও ভবন
০৫।	প্লট-৮, রোড-৮, সেক্টর-৮, উত্তরা, ঢাকা	৮.১৮ বিঘা	আবাসিক প্লট
০৬।	নিউদাপা গুদাম, ইন্দ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	১.৮৫ বিঘা	জমি ও গুদাম

(দ) স্থাবর সম্পদ (চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও মৌলভীবাজার)- ০২

জমির অবস্থান		জমির পরিমাণ	মন্তব্য
০১।	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বন্দরটিলা, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।	২৫.৬২ বিঘা	জমি ও গুদাম
০২।	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	১.০৩ বিঘা	জমি ও ভবন
০৩।	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।	২.৮২ বিঘা	জমি
০৪।	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর, মৌলভীবাজার।	৪.৫৫ বিঘা	জমি

(ধ) আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিবরণ

আঞ্চলিক কার্যালয়		*অফিস ও গুদাম*	*মন্তব্য*
০১।	ঢাকা	নিজস্ব অফিস ও গুদাম	-
০২।	চট্টগ্রাম	নিজস্ব অফিস ও গুদাম	গুদাম নির্মাণ প্রক্রিয়াধিণ
০৩।	খুলনা।	অফিস নিজস্ব, গুদাম ভাড়াকৃত	গুদাম নির্মাণের জমি নেই
০৪।	মৌলভীবাজার	অফিস ও গুদাম ভাড়াকৃত	গুদাম নির্মাণ প্রক্রিয়াধিণ
০৫।	বরিশাল	অফিস ও গুদাম ভাড়াকৃত	নিজস্ব জমি নেই
০৬।	রংপুর	অফিস ও গুদাম ভাড়াকৃত	গুদাম নির্মাণ প্রক্রিয়াধিণ
০৭।	রাজশাহী	অফিস ও গুদাম ভাড়াকৃত	নিজস্ব জমি নেই
০৮।	ময়মনসিংহ	অফিস ও গুদাম ভাড়াকৃত	নিজস্ব জমি নেই

(ন) মাসিক আয়/ব্যয়

ক্র: নং	খাত	টাকা (আয়)	টাকা (ব্যয়)
১	ভাড়া	১,১৮,৫০,০০০.০০	
২	ব্যাংক আমানতের সুদ	১,১৮,০০,০০০.০০	
৩	অন্যান্য প্রাপ্তি (বিবিধ)	২০,০০,০০০.০০	
৪	বেতন ভাতা ও পেনশন		১,০৪,৫৩,০০০.০০
৫	বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যয়		৫০,২০,০০০.০০
৬	আয় কর ও পৌর কর		৪৫,৪০,০০০.০০
৭	উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড		৪৩,০০,০০০.০০
৮	অবচয়		২৪,০০,০০০.০০
মোট:		২,৫৬,৫০,০০০.০০	২,৬৭,১৩,০০০.০০
* ঘাটতি ১০,৬৩,০০০.০০			

(প) ট্রেড গ্যাপ ও ভর্তুকি

- নিত্য প্রয়োজনীয় পণের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পণ্য ক্রয়/আমদানি করে বাজার মূল্যের তুলনায় কম মূল্যে জনসাধরণের নিকট বিক্রয় করা হয়।
- ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য (ট্রেড গ্যাপ) সরকার হতে ভর্তুকি হিসেবে সমন্বয় করা হয়।
- ভর্তুকির মধ্যে ব্যাংক সুদের পরিমাণ ৩০% এর অধিক।

(ফ) কেন ভর্তুকি?

- টিসিবি'র নিজস্ব নগদ মূলধন না থাকায় পণ্য রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারীর সাথে ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যাংক

থেকে ১২-১৬% সুদ হারে এলটিআর গ্রহণ করে এলসি খোলা হয়;

- ক্রয় মূল্য = পণ্য মূল্য + ব্যাংক সুদ + ডিলার কমিশন;
- বিক্রয় মূল্য = সরকার নির্ধারিত সাশ্রয়ী ভোক্তামূল্য;
- বিক্রয় মূল্য হতে ক্রয় মূল্যের ঘাটতি হলো ভর্তুকি;

(ব) ভর্তূকির পরিমাণ

অর্থ বছর	প্রাপ্ত ভর্তুকি (কোটি টাকা)	ভর্তুকির মধ্যে সুদ (কোটি টাকা)	ভর্তুকির মধ্যে সুদের অংশ
২০১০-২০১১	৬৯.০৮	২২.৮১	৩৩%
২০১১-২০১২	৭৭.৫৮	২৭.৪২	৩৫%
২০১২-২০১৩	৫৮.৬৮	২৪.৯৫	৪৩%
২০১৩-২০১৪	৬৬.৯৮	২২.৬৩	৩৪%
২০১৪-২০১৫	৬৯.৫৭	৩৮.১০	৫৫%
২০১৫-২০১৬	৩৪.০৯	১৪.৫১	৪৩%
২০১৬-২০১৭	৫.৯৯	০২.৬১	৪৪%
২০১৭-২০১৮	১১.১৫	০৩.০৩	২৭%
২০১৮-২০১৯	১৪.৫০* (সম্ভাব্য)	০৩.৮০	২৬%

(ভ) টিসিবি'র পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা

পরিমাণ = মেট্রিক টন

পণ্যের নাম	২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
	পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা	সংগ্রহের পরিমাণ	পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা	সংগ্রহের পরিমাণ	পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা	সংগ্রহের পরিমাণ
চিনি	৩,৫০০	২,০০০	২,৫০০	২,৫০০	৫,০০০	-
ভোজ্য তেল	৩,০০০	১,৫০০	২,০০০	২,০০০	৩,০০০	-
মশুর ডাল	২,০০০	১,৫০০	১,৫০০	১,৫০০	২,৫০০	-
ছোলা	২,০০০	১,৯৫৫	১,৫০০	১,৫০০	২,৫০০	-
খেজুর	১০০	১০০	১০০	১০০	২০০	-

(ম) টিসিবি'র চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্র: নং চ্যালেঞ্জসমূহ

১. চলতি মূলধনের অভাব।

২. সরকারি গ্যারান্টিজনিত বিলম্ব।

৩. কর্পোরেট কর হার (৩৫%)।

৪. ক্রমবর্ধমান পেনশন ও গ্রাচুইটি চাহিদা।

৫. ১৫ বছর অতিক্রান্ত শতভাগ গ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্তদের পুনপেনশন।

(য) সংস্কার পরিকল্পনা-০১

য.১ স্বল্পমেয়াদী (১ -৩ বছর) পরিকল্পনা

ক্র: নং	কার্যক্রম
১.	রংপুর, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে নতুন গুদাম নির্মাণ।
২.	তেজগাঁও, ৩৪৪/সি প্লটে টিসিবি টাওয়ার-০১ নির্মাণ।
৩.	বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জমি ক্রয় ।
৪.	কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর/মাদরীপুর, বগুড়া/নওগা, মাগুড়া/ঝিনাইদহে টিসিবি'র নতুন ক্যাম্প অফিস স্থাপন।
৫.	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।
৬.	সরকারের নিকট হতে সুদ মুক্ত চলতি মূলধন সংগ্রহ করা।
৭.	টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা।

য.২ দীর্ঘমেয়াদী (৪-১০ বছর) পরিকল্পনা

ক্র: নং	কার্যক্রম
১.	২৩০ তেজগাঁও, ঢাকা এর মামলা নিষ্পত্তি এবং টিসিবি টাওয়ার-২ নির্মাণ।
২.	চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় টিসিবি টাওয়ার-৩ নির্মাণ।
৩.	কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর/মাদরীপুর, বগুড়া/নওগা, মাগুড়া/ঝিনাইদহে টিসিবি'র জমি ক্রয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও গুদাম নির্মাণ।
৪.	টিসিবি'র জনবল বৃদ্ধি।
৫.	উত্তরায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৬.	টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

(র) সুপারিশসমূহ

১. টিসিবি'র প্রস্তাবিত স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি সংস্কার পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা।

২. আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার সুদমুক্ত চলতি মূলধন প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩. কর্পোরেট কর হার থেকে অব্যাহতি প্রদান করা।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে টিসিবি পবিত্র ঈদ-উল-আযহা এবং পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ২,৮৩৪ জন ডিলারের মাধ্যমে কিস্তির রবাদ্দ এবং মোট ২,৮৬৭টি ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলের মাধ্যমে ৯,৯০১৭.০১৭ মেট্রিক টন পণ্য (তেল, চিনি, মশুরডাল, ছোলা ও খেজুর) সারা দেশে ভোক্তা সাধারণের মাঝে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করেছে;
- সারা বছর টিসিবির ১০টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে তেল, চিনি ও মশুর ডাল বিক্রয় করা হয়। টিসিবি তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে নির্বাহ করে। তাই নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামে ইতোমধ্যে ৪০,০০০ বর্গফুটের গুদাম নির্মাণ করেছে;
- টিসিবি প্রধান কার্যালয় ভবনের ১১তম ও ১২তম তলা নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন করে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে;
- টিসিবি ভবনে নতুন ফায়ার লিফট এবং ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট সংযোজনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে;
- গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত রংপুর, মৌলভীবাজার এবং চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে সর্বমোট ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;

- পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ইকুইটি হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে;
- টিসিবির ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয়ের কাজ হাতে নিয়েছে। টিসিবি'র সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ই-ফাইলিংসহ একটি সমন্বিত সফটওয়ারের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে; এবং
- বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন বণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়।

টিসিবির পণ্য বিক্রয়

টিসিবির পণ্য-সামগ্রী সাশ্রয়ী মূল্যে ট্রাকসেল করা হচ্ছে।

৫.৫ বাংলাদেশ চা বোর্ড (বিটিবি)

(ক) পটভূমি

বাংলাদেশ চা বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ এর অধীনে ১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান টি বোর্ড গঠন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল থেকে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ০৮ আগস্ট পাকিস্তান টি অ্যাক্ট-১৯৫০ বাতিল করে টি বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে চা অধ্যাদেশ ১৯৫৯ জারী করা হয়। ১৯৭৭ সালে চা অধ্যাদেশ-১৯৫৯ বাতিল করে চা অধ্যাদেশ -১৯৭৭ জারী করা হয় এবং এ অধ্যাদেশের অধীনে বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে এক গেজেটের মাধ্যমে চা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ রহিত করে সরকার চা আইন-২০১৬ জারী করেন। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড সহ মোট ১৪জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত।

(খ) রূপকল্প (Vision)

দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানির জন্য অধিক চা উৎপাদন।

(গ) অভিলক্ষ্য (Mission)

চা বাগানে চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণপূর্বক এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা, ক্ষুদ্র চা চাষে উৎসাহ প্রদান, চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চা রপ্তানির হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার।

(ঘ) বাংলাদেশ চা বোর্ডের কার্যাবলি

- চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময় নির্দেশিত কার্যক্রম সম্পাদন;
- চায়ের আমদানি পরিবীক্ষণ, রপ্তানি ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা;
- চায়ের উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী অথবা চা ও চা শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রস্তুত পূর্বক ট্যারিফ মূল্য নিয়ন্ত্রণ;
- বিভিন্ন প্রকার চায়ের গুণগতমান নির্ধারণ এবং চায়ের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য চা চাষাবাদ ও চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রায়তন বাগানের চা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমবায়ী কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- চা চাষাবাদ, চা আস্বাদন ও বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাগান ও কারখানা নিবন্ধীকরণের এবং বাগান মালিক, চা প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক, ব্লেন্ডার, বিডার, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স প্রদান;
- সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করা অথবা যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অর্জন, গ্রহণ বা পরিচালনা;
- নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা করাসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিত্যক্ত বাগান গ্রহণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বিদ্যমান বাগানগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- বাগানের চা চাষ বহির্ভূত অতিরিক্ত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

(ঙ) বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত চা বাগানসমূহ

- নিউ সমনবাগ চা বাগান
- পাথারিয়া চা বাগান
- দেওড়াছড়া চা বাগান
- কাশিপুর চা বাগান

(চ) চা নিলাম

- ১৯৪৯ সাল থেকে চট্টগ্রামে চা নিলাম শুরু হয়। ১৪ মে, ২০১৮ তারিখে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ নিলাম বর্ষে ৪৫টি নিলাম সেল অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে ৩৫টি সেল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রে ৮টি নিলাম সেল অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০১৮-১৯ নিলাম বর্ষে চায়ের কেজিপ্রতি গড় মূল্য ছিল ২৬২.৯৬ টাকা।

(জ) উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প

১১ টি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে চা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে "উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" প্রণয়ন এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়। ১১ টি কর্মসূচি নিম্নরূপ:

১) প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোর ও ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১৪০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৭২ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন।

২) নতুন ১০ হাজার হেক্টর (২৪,৭০০ একর) জমি চা আবাদের আওতায় আনা এবং পূর্বের ১০ হাজার হেক্টরে বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ উত্তোলনপূর্বক পুনরোপন।

৩) হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১২৭০ কেজি থেকে ১৫০০ কেজিতে (একর প্রতি ৫১৪ কেজি থেকে ৬০৭ কেজিতে) উন্নীতকরণ।

৪) চা চাষে জমির গড় ব্যবহার ৫১.৪২% হতে ৫৫% এ উন্নীতকরণ।

৫) অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১,৮৩৮ টি চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

৬) চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান, ১৫ হাজার শৌচাগার, ৪০ টি গভীর নলকূপ, ৪,৫০০ টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ৩০০ টি পাতকুয়া তৈরিকরণ।

৭) চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০০ টি মাদারস ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

৮) চা এলাকার সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য ৭৫ টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।

৯) চা বাগান এলাকায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০ টি কালভার্ট ও ৪টি সেতু নির্মাণ।

১০) প্রায় ৪৮৪.২০ লক্ষ শ্রম দিবস পরিমাণ অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং

১১) অন্তত ৫০ বছর সময়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বীকৃতিস্বরুপ বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক অচঅ পুরস্কার অর্জন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতে APA পুরস্কার তুলে দেন।

(ঝ) চা শিল্পে সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ২০১৬ সালে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৮৫.০৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) কর্তৃক উন্নত জাতের ক্লোন বিটি- ১৯, বিটি- ২০ ও বিটি- ২১ অবমুক্তকরণ।
- বিটিআরআই গ্রীন টি ফ্যাক্টরি, পাথারিয়া ব্ল্যাক টি ফ্যাক্টরি, বান্দারবান ব্ল্যাক টি ফ্যাক্টরি, নির্মাণ ও চালুকরণ।
- শ্রীমঙ্গলে দেশের দ্বিতীয় নিলামকেন্দ্র চালুকরণ।
- ২০১৭ সালে প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী-২০১৭' আয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে দ্বিতীয় বারের মত 'বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী-২০১৮' আয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত চা প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।
- চা গবেষণায় পারস্পরিক সহোযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এবং চীনের "টি রিসার্স ইনস্টিটিউট, চাইনিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সাইন্সেস (TRI, CAAS)" এর মধ্যে গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।
- বাংলাদেশ চা বোর্ডের ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বিশিষ্ট 'বঙ্গবন্ধু চা ভবন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু চা ভবন' নির্মাণ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের সমন্বয়ে বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড জনগণের দোরগোড়ায় সহজে চা লাইসেন্স সেবা পৌঁছে দেয়ায় লক্ষ্যে গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে গ্রাহকদের জন্য 'অনলাইন চা লাইসেন্সিং সিস্টেম' চালু করে।
- 'চা সেবা' এবং 'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি' নামে দুটি মোবাইল অ্যাপ চালু।
- চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী ৬৯ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০২ টাকায় উন্নীতকরণ ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পূর্ণ মজুরির বিনিময়ে কাজের সুযোগ প্রদান।
- দেশীয় চা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ৪ টি 'চা প্রদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপন;
- 'বাংলাদেশ চা' নামে আন্তর্জাতিক মানের চা ব্র্যান্ড উদ্ভাবন এবং নান্দনিক ও আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপন।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

১) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)

২) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)

বাংলাদেশ চা বোর্ডের 'এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস' প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ডের বান্দরবান উপকেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র চা চাষীদের মাঝে ভর্তুকি মূল্যে চা চারা বিতরণ

(ঞ) বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিটিআরআই এর মূল লক্ষ্য:-

- বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে চায়ের উচ্চ ফলনশীলতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করা।
- চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং

বর্তমানে এ ইনস্টিটিউট ১২ টি জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগণিত। এ ইনস্টিটিউট এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুনগতমান সম্পন্ন ২১টি ক্লোন ও ৫টি বীজজাত উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

(ট) প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ)

১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ চা পূনর্বাসন প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি হতে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটকে বাংলাদেশ চা বোর্ডের রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) দেশের সকল চা বাগান নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে চা সম্প্রসারণ ও পুনআবাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে চলেছে:

১. চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গত ২৬ - ২৭ জুলাই ২০১৮ দুই দিনব্যাপী ই-জিপি বিষয়ের উপর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুই জন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;

২. বাংলাদেশ চা বোর্ড তার সেবার পরিধি সম্পূর্ণ অনলাইনে প্রদান করার জন্য ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ অনলাইন টি লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু করেছে। গ্রাহক এখন ঘরে বসেই www.tealicense.com.bd ওয়েব সাইটটিতে প্রবেশ করে চা ব্যবসায়ের খুচরা-পাইকারী, বিডার, ব্লেন্ডার, ব্রোকার, এক্স-গার্ডেনসেল, চা আমদানি ও রপ্তানির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারছে এবং লাইসেন্স ই-মেইলে পাচ্ছে;

৩. গত ০৬/১০/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ চট্টগ্রাম জিমনেসিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ জাতীয় উন্নয়নমেলা, ২০১৮-তে বাংলাদেশ চা বোর্ড সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে;

৪. গত ২৬-২৭ অক্টোবর ২০১৮ চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে "সরকারি অফিসেনথি ও চিঠিপত্র উপস্থাপন কৌশল"বিষয়ক দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন;

৫. বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর সর্বমোট ২০ জন কর্মকর্তাকে 'Financial Management' বিষয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কর্যালয়ে ০৬-০৮ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

৬. ০৮ এপ্রিল ২০১৯ বাংলাদেশ চা বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর ব্ল্যাক টি ফ্যাক্টরিতে ২০১৯ সালের উৎপাদন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে;

৭. বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিলট্রাক্টস প্রকল্প, বাংলাদেশ চা বোর্ডের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার পৃষ্টপোষকতায় ১০ এপ্রিল ২০১৯ বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও চা চাষে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

৮. বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চার কোটি ৯৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Banglades" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০.১১.২০১৫ খ্রি: তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয় বছরের কাজ চলমান রয়েছে। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৫৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৮.৫৬%। ২০১৮-২০১৯ অর্থবৎসরে জুন, ২০১৯ সময়ে আর্থিক অগ্রগতি ৯.৪০% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৪.৭২% (আরডিপিপি অনুসারে);

৯. লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in

Lalmonirhat"-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে প্রকল্পের চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি ৫৯.০৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫১.০২%। ২০১৮-২০১৯ অর্থবৎসরে জুন ২০১৯ সময়ে ভৌত অগ্রগতি ২৫.১৮ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫.১২% (আরডিপিপি অনুসারে); এবং

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কাযক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প ১৯ জুন ২০১৬ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন হয়েছে। জুন, ২০১৯ সময়ে আর্থিক অগ্রগতি ৯০.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৪.৫৯%। মোট বরাদ্দতকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার তুলনায় জুন, ২০১৯ সময়ে আর্থিক অগ্রগতি ৫২.৪৪%। পাঁচ বছরের তুলনায় মে, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৭.৮৫%।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড যৌথভাবে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। দেশ-বিদেশের চা প্রেমীদের কাছে চায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এ প্রদর্শনীতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চায়ের নতুনজাত 'বিটিক্লোন-২১' অবমুক্ত করেন এবং ৭টি ক্যাটাগরিতে চা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮ শুভ উদ্বোধন করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড যৌথ ভাবে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। দেশ-বিদেশের চা প্রেমীদের কাছে চায়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় এ প্রদর্শনীতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চায়ের নতুনজাত 'বিটিক্লোন-২১' অবমুক্ত করেন এবং ৭টি ক্যাটাগরিতে চা উৎপাদন ও বিপণন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।

৫.৬ প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআই এন্ড ই)

(ক) পটভূমি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমদানি নিয়ন্তণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূণরূপে বিধ্যস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রাহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে তিনি দেশের বিধ্যস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের উর গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে তিনি মনোযোগ দেন। তার স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুর্নগঠন এবং পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজিকরণ করে ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা করে। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহনের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে পরিবহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা। ভারত বিভাগের পর পাকিস্থানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৪ সালে।

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই পণ্য আমদানি নিয়ন্তণ সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশাবলী এন্ড বিধি বিধান প্রণীত ও জারী করা হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের পাশে সামঞ্জস্য রেখে এই সব বিধি বিধানও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমদানি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি যথা আমদানিকারকগণের শ্রেণি বিন্যাস ও নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের আবেদনের নিস্পত্তি উপযুর্ক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত দু'টি আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ দু'টি আদেশ হচ্ছে:

(ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981; এবং

(খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977.

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮ (Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ১৯৮৮ হতে হামোর্নাইজড পদ্ধতির অধীনে পণ্যের নতুন শ্রেণি বিন্যাস প্রবর্তিত হয়। এসব সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধি বিধান ছাড়াও উপরোক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সম্বলিত আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই আমদানি নীতিই আমদানি নীতি আদেশ হলো বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য হাতিয়ার। আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও আদেশ হিসাবে জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশ আইনগতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের।

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক আমদানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই মিটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরনের প্রধানতম আয়ের উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন অর্থাৎ রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় হ্রাস করা

সরকারের ঘোষিত নীতি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত সাফল্য অর্জিত হলেও সংগত কারণেই বিগত বছর সমূহে মোট আমদানি কলেবর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছর সমূহে আমদানির বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছর সমূহে বার্ষিক আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্য এবং তৈরী দ্রব্যাদির প্রাধান্য ছিল। সাম্প্রতিককালে এই প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে,

বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্প এবং আমদানি প্রতিকল্প শিল্পের ওপর প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ফলে এইরুপ আমদানির হার ও পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায় কৌশলগত পরিবর্তন ও বিন্যাস করা হয়েছে। এ সময়কালে যে দৃশ্যমান নীতি পরিবর্তন ঘটে তা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উত্তরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের শুরু করা অগ্রণী ভূমিকার ফসল বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যদায় প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) রূপকল্প (Vision)

ব্যবসা বাণিজ্য উদারীকরণ, সহজিকরণ এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

(গ) অভিলক্ষ্য (Mission)

বর্তমান বিশ্বব্যাপী অনুসৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ডব্লিউটিও ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি-পদ্ধতি সহজীকরনের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষনসহ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

(ঘ) আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের কার্যাবলী

এ দপ্তর ইতোপুর্বে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পাল করতো। বিশ্বায়ন ও পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহুলাংশে শিথিল ও সহজিকরণের মাধ্যমে বর্তমানে সহায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ দপ্তর দায়িত্ব পালন করছে। এ দপ্তরের বর্তমান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ঘ.১ The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981 এর আওতায় বাণিজ্যিক ও শিল্প আমদানিকারকদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানিকারকদের অনুকূলে রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র জারিকরণ, নবায়ন ও বিধি বহির্ভুত কাজের জন্য নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত/বাতিলকরণ;

ঘ.২ আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান ও তার বাস্তবায়ন;

ঘ.৩ নিবন্ধন ফিস ও নবায়ন ফিস আদায় তদারকিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

ঘ.৪ ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল সিডিউল (আইটিসি)/এইচএস কোড নম্বর, পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকের উদ্ভুত সমস্যা নিষ্পত্তিকরণ;

ঘ.৫ আমদানি নীতি আদেশের বিধানসমূহ সম্পর্কে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতার ব্যাখ্যা প্রদান;

ঘ.৬ বিরাজমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশের ধারা/উপধারার সংস্কার ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

ঘ.৭ আমদানি নীতি আদেশের যে কোনো পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারিকরণ এবং আমদানি নীতি আদেশের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

ঘ.৮ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী সরকারকে অবহিতকরণ;

ঘ.৯ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ দেশী ও বিদেশী মেলায় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের জন্য আমদানি ও রপ্তানি পারমিট জারিকরণ;

ঘ.১০ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানি সমূহের আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুইটি শেয়ারের বিপরীতে আমদানির জন্য পারমিট/অনুমতি প্রদান;

ঘ.১১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে ব্যক্তিগত মালামালের জন্য রপ্তানি পারমিট জারিকরণ;

ঘ.১২ আমদানি সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি।

(ঙ) সাংগঠনিক কাঠামো

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের অধীনস্থ ১৪ টি আঞ্চলিক অফিসের নাম:

আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রাজশাহী
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বরিশাল
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, রংপুর
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর,কুমিল্লা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, পাবনা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, সিরাজগঞ্জ
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, চট্টগ্রাম
আমদানি ও রপ্তানি যুগ্ম নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর,সিলেট
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ময়মনসিংহ
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বগুড়া
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, দিনাজপুর
আমদানি ও রপ্তানি সহকারী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নওগাঁ

(চ) সেবার তালিকা (প্রধান প্রধান সেবা গুলো উল্লেখ করা হলো)

- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি)
- রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইআরসি) রপ্তানি
- শিল্প নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি)
- রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ইন্ডেন্টিং সার্ভিসেস)
- বহুজাতিক আই আর সি ও ই আর সি সনদ পত্রের অনুমোদন
- আমদানি পারমিট জারিকরণ (আই পি)
- রপ্তানি পারমিট জারিকরণ (ই পি)
- রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট জারি (ইপি কাম আই পি)

(ছ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ
মন্ত্রণালয়			
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২৭৬	৯৯	১৭৭

(জ) শূন্য পদের বিন্যাস

যুগ্ম সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন: ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
--	--	০৫	১১	৮৮	৭৩	১৭৭

(ঝ) অনলাইন সেবা প্রদান

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সকল সেবা কার্যক্রম গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে World Bank এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান IFC এর অর্থায়নে ও এর সহযোগিতায় Online Licensing Module (OLM) গত ২৪/১২/২০১৮ তারিখ পাইল্টিং আকারে শুধুমাত্র ঢাকা আঞ্চলিক দপ্তরে সীমিত সেবার উপর চালু করা হয় এবং গত ১/০৭/২০১৯ তারিখ সফলভাবে দেশব্যাপী সফলভাবে চালু করা হয়েছে। অনালাইন সেবা পদ্ধতি আরো সহজতর করতে ১৭-২৩ জুলাই নবায়ন মেলার আয়োজন করে হয় যা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মনশি, এমপি এর উদ্বোধন করেন। এর ফলে সেবাগ্রহীতা এখন থেকে ঘরে বসে অনলাইনে ERC, IRC, INEDNTING, IP,EP সহ সকল সেবার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং অনলাইন জেনারেটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। যেখানে গ্রাহকের সময় ও অর্থ দুই সাশ্রয় হচ্ছে।

(ণ) সম্প্রতি আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত তিনটি আইন ও আদেশ

- The Imports and Exports (Control) Act, 1950
- The Review, Appeal and Revision Order, 1977 I
- The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981

আরও যুগোপযুগি করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(ট) চ্যালেঞ্জসমূহ

- ***সীমিত পদ সংখ্যা:*** বাণিজ্য ক্যাডার এ পদ সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে এই ক্যাডার গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না এবং ১ম শ্রেণী (ক্যাডার পদ) পদ সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় ২য় শ্রেণী থেকে পরবর্তী পদগুলোরও পদোন্নতি খুবই সীমিত ফলে পূরো চাকুরি জীবনে কোন পদোন্নতি না পাওয়ার আশঙ্কায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ হতাশ হয়ে পড়ছেন।
- ***নিজস্ব ভবন না থাকায় স্থান সংকুলানের সমস্যা:*** ভবন সংক্রান্ত বর্তমানে এ দপ্তর প্রায় ১৬৮০০০০০ লাখ টাকা ভাড়া প্রদান করে করে। দপ্তরটি কোনো নতুন ভবনে স্থানান্তর বা দপ্তরের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করলে কাজের গতি বাড়বে। কাজের পরিবেশও উন্নত হবে।
- ***প্রশিক্ষণের অভাব:*** এ দপ্তরে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ বিসিএস ট্রেড ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন একাডেমি নেই।তাছাড়া, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ BCS/PSC এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও তাদেরও প্রশিক্ষণের সুযোগ খুবই সীমিত। ক্রমপরিবর্তনশীল জটিল বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান অর্জন ছাড়া বাণিজ্য ইস্যুতে কাজ করা কঠিন।
- ***আইটি সেল তৈরি:*** আইটি সংক্রান্ত দক্ষ জনবলের অভাব যা Online Licensing Module (OLM) বাস্তবায়নের জন্য জরুরি। ডাটাবেজ সংরক্ষণের পর্যাপ্ত সার্ভার ও কম্পিউটারের অভাব রয়েছে। ফলে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
- ***যানবাহনের অভাব:*** এ দপ্তরে কর্মকর্তাদের দপ্তরে যাতায়াত, বিভিন্ন সভায় যোগদান ও আবেদনকারী ফার্মের তদন্ত বা সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন নেই। এতে করে যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন ব্যাহত হচ্ছে।

(ঠ) অনলাইন লাইসেন্সিং মডিউল

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CCI&E) এর OLM কার্যক্রম চালু করা হয়। ফলে CCI&E তে সকল কার্যক্রম Online এ সম্পন্ন হবে এবং Ease of doing business কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আসবে এবং সেবা গ্রহীতাদের হয়রানি কমে আসবে।

(W) Ease of doing business বাস্তবায়নে সহযোগিতা

Ease of doing business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

- শিল্প ও বাণিজ্য ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি), এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ইআরসি) এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রদেয় কাগজ-পত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে;
- প্রণীতব্য আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১ এ আইআরসি, ইআরসি এবং ইন্ডেন্টিং সার্টিফিকেট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ধাপ এবং নিবন্ধন ফি কমানোসহ একই সাথে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য নবায়ন করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে; এবং
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে রপ্তানিকারক নিবন্ধন ও জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণে কাগজপত্রের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

(ঢ) আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রদত্ত সেবা সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিবন্ধন সনদ জারি ও নবায়নের সংখ্যা নিম্নরূপ:

আই আর সি	শিল্প আই আর সি	ই আর সি	ইন্ডেন্টিং	মোট টাকা
৬৪৩৭	৭৭১	২৪৮১	২০২	৮৮২৪৬৩৮০০
নবায়ন	নবায়ন	নবায়ন	নবায়ন	
২১৪৯৭	৪৬৫১	৯৮৩০	১০৯৪	

১৬ এপ্রিল, ২০১৯ OLM এর উপর আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে আলোচনা সভা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি

৫.৭ যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি)

(ক) পটভূমি

যৌথমুলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তথা অর্থনীতির বিনির্মানে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়েরও একটি অন্যতম উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর The Company Act, 1994; The Society Registration Act, 1860; The Partnership Act, 1932 Ges The Trade Organizations Ordinance, 1961 এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিদপ্তরটির প্রধান কাজ হচ্ছে কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম এর নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক বিধিবদ্ধ রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরণপূর্বক গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সার্টিফাইড কপি প্রদান করা। উল্লেখ্য যে এ সকল আইনের আওতায় আগস্ট/২০১৯ সন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ২,৩৫,৫৪৫ টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গ্রহণ করেছে।

পরিদপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদশে বির্নিমানে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্নের জন্য ও এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ সন হতে এ দপ্তর স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তনে নানামুখী কার্যক্রম শুরু করে। এসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্য, যা এনে দেয় যুগান্তকারী সাফল্য ও গ্রাহক সেবায় যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। পরিদপ্তরটি বর্তমানে অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এ সকল যুগান্তকারী কার্মকান্ড পরিদপ্তরটিকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ডিজিটাল অফিস হিসেবে দেশে ও বিদেশে পরিচিতি করে তুলছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। International Finance Corporation (IFC) প্রণীত Doing Business Report 2011 A Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) কে One of the top ten reformers হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১ তে (e-government) বিশেষ সম্মাননাও লাভ করেছে এ দপ্তর। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশীত 'Ease of Doing Business (EDB) 2014" এর সূচকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুই ধাপ এগিয়ে আনতে এ কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

২০১৫ সনের ১০ মে তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পরিদপ্তরের ডিজিটাল স্বাক্ষর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। যা সামগ্রীক ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একই দিনে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইনে সরকারী ফিস প্রদানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রবর্তীত ডিজিটাল স্বাক্ষর কার্যক্রম অদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান কর্মসূচী আরো এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

(খ) পরিদপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রম

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর পরিচালিত কার্যক্রম স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নের জন্য স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ ২০০৯ সনে গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য প্রথমিক পর্যায়ে নামের ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে একাজ শুরু করা হয়, পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রদান, রিটার্ণ গ্রহণসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা হয়। ডিজিটাল কার্যক্রমের ক্রমবিকাশের চিত্রটি নিম্নে প্রদর্শিত হল:

সময়	কার্যক্রম
ফেব্রুয়ারি ২০০৯	অনলাইনে নামের ছাড়পত্র প্রদান
মার্চ ২০০৯	অনলাইনের নিবন্ধন আবেদন গ্রহণ
মার্চ ২০০৯	ব্যাংকের মাধ্যমে ফি সংগ্রহ

সময়	*কার্যক্রম*
এপ্রিল ২০০৯	১ (এক) দিনে নামের ছাড়পত্র ও নিবন্ধন প্রদান
জানুয়ারি ২০১০	স্ট্যাম্প সংগ্রহের কষ্টসাধ্য ও জটিল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে স্ট্যাম্প মূল্য অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান
জানুয়ারি ২০১০	৪ (চার) ঘন্টায় নিবন্ধন প্রদান
জানুয়ারি ২০১০	অনলাইন ব্যাংকিং মাধ্যমে ফি ও পে-অর্ডার গ্রহণ
আগস্ট ২০১০	সার্টিফাইড কপির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ
আগস্ট ২০১০	কুরিয়ার যোগে নিবন্ধন সনদ কোম্পানির ঠিকানায় প্রেরণ
সেপ্টেম্বর ২০১০	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র প্রদান
অক্টোবর ২০১০	অনলাইনে রিটার্ণ ফাইলিং
মার্চ ২০১১	অনলাইনে বিবিধ আবেদন গ্রহণ
জুন ২০১৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে আরজেএসসি'র তথ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর
মে ২০১৫	ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ এবং অনলাইনে সার্টিফিকেট এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ
মে ২০১৫	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক এর সাথে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা
ডিসেম্বর/২০১৭	অন লাইন পেমেন্ট (প্রক্রিয়াধীন)
ডিসেম্বর/২০১৮	আরজেএসসি স্মার্ট সার্ভিস মোবাইল এ্যাপস (প্রক্রিয়াধীন)
ডিসেম্বর/২০১৮	অফিস অটোমেশন (প্রক্রিয়াধীন)।

(গ) পরিদপ্তরে ডিজিটাল কার্যক্রম প্রবর্তন পরবর্তী সেবা সহজীকরণের তুলনামূলক চিত্র

ক্রঃ নং	সেবার নাম	ডিজিটাইজেশন এর পূর্ব চিত্র	বর্তমান চিত্র
ক.	নামের ছাড়পত্র প্রদান	কমপক্ষে সাত দিন	অটো ক্লিয়ারেন্স (সাথে সাথে)
খ.	কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম নিবন্ধন	৩০ দিনের মধ্যে।	৪ ঘন্টায় নিবন্ধন প্রদান।
গ.	রিটার্ণ ফাইলিং	মিস ফাইলিং এর ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া দুস্কর।	তথ্যসমূহ অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করা যায় বিধায় সহজ প্রাপ্য।
ঘ.	ফিস প্রদান	অফিস কাউন্টারে জমা দিতে হতো ফলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো।	অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সাথে সাথে জমা প্রদান।
ঙ.	স্ট্যাম্প সংগ্রহ	সংগ্রহ প্রক্রিয়া জটিল ও কষ্টকর। সরকারের অর্থ স্ট্যাম্প ছাপানোর কাজে ব্যয় হয়।	স্ট্যাম্প এর মূল্য অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সাথে সাথে প্রদান। সরকারী অর্থ সাশ্রয় হয়।
চ.	নিবন্ধনের জন্য অফিসে যাতায়াত	কমপক্ষে ৬ বার।	সাধারণত আসার প্রয়োজন হয়না।
ছ.	স্বচ্ছতা	অস্বচ্ছ।	স্বচ্ছ ও অনলাইন পর্যবেক্ষণ।
জ.	সার্টিফাইড কপি প্রদান	স্বশরীরে সংগ্রহ করতে হতো।	ই- মেইল যোগে প্রেরণ।
ঝ.	জবাবদিহিতা	জবাবদিহিমূলক ।	কঠোর জবাবদিহিতা।

(ঘ) পরিদপ্তরের বর্তমান অনলাইন সেবাসমূহ

পরিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের ফলে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ণ সূচীত হয়েছে তা নিচে তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে দেখান হয়েছে:

(ঘ.১) নিবন্ধিত কোম্পানি, সোসাইটি ও অংশীদারী ফার্মসমূহের বিবরণী:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দপ্তরের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ২৪ বছরে যেখানে মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১,৬০৮ টি ছিল, সেখানে স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৭ বছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ২,৩৫,৫৪৫ টি। বিভিন্ন প্রকৃতির নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত	১৯৮২ পর্যন্ত	২০০৯ পর্যন্ত	আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত
১.	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	১,৪৪৫	১,৭৮২	২,৮২০	৩,৪৯৬
২.	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	২,৩২২	৭,৮১৩	৮২,৩৪৩	১,৬৭,৮০২
৩.	বিদেশী কোম্পানি	৩২১	৩৮৪	৫৩১	৮৮৭
৪.	অংশীদারী ফার্ম	১৬,৯১৭	২৭,৯০১	৩৫,৫৮২	৪৭,৫২৫
৫.	ট্রেড অর্গানাইজেশন	৪৭	১৪২	৭৩৭	১,১০২
৬.	সোসাইটি	৫৫৬	৯২৭	১০,৬৪০	১৪,৭৩৩
	মোট	২১,৬০৮	৩৮,৯৪৯	১,৩২,৬৫৩	২,৩৫,৫৪৫

(ঙ) সরকারী কোষাগারে অবদান

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর বিগত ৯বছরে বিপুল পরিমাণ কর বর্হিভূত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা করেছে। এর বিপরীতে এ দপ্তর পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার একটি বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হল:

ক্র. নং	*অর্থবছর*	*ফি হিসেবে প্রত্যক্ষ আয় (কোটি টাকায়)*	*স্ট্যাম্প ডিউটি হিসেবে পরোক্ষ আয় (কোটি টাকায়)*	*ভ্যাট (কোটি টাকায়)*	*সরকারী কোষাগারে মোট জমা (কোটি টাকায়)*	*ব্যয় (কোটি টাকায়)*
১.	২০১০-২০১১	৯০.৬৬	৫০.৯৯		১৪১.৬৫	১.৭৬
২.	২০১১-২০১২	৭৮.১৭	৩৩.১১		১১১.২৮	৩.২৮
৩.	২০১২-২০১৩	৭৪.৩৭	৪০.০০		১১০.৩৭	৪.৩২
৪.	২০১৩-২০১৪	৭২.৮৮	৪২.১৭		১১৫.০৫	৪.৭৮
৫.	২০১৪-২০১৫	৭০.৬০	৩৮.২৬		১০৮.৮০	৩.৭৯
৬.	২০১৫-২০১৬	৯০.৮৪	৬১.৮৮		১৫২.৯২	৪.৯৫
৭.	২০১৬-২০১৭	১৪৫.১৭	৬৬.৮৯		২১২.০৬	৯.৮৯
৮.	২০১৭-২০১৮	১৬৯.২৬	৫৬.২০	১২.৫০	২৩৭.৯৭	৭.৭৬
৯.	২০১৮-২০১৯	১৬২.২২	২১৮.৬২	২৪.১০	৪০৩.৯৫	৮.৭৩

(চ) পরিদপ্তরের কাঠামো ও জনবল:

১৯৮২ সনে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের অনুমোদিত মোট জনবল ছিল ৩৮ জন। এ সময় পর্যন্ত মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৮,৯৪৯ টি। যার মধ্যে কোম্পানি ৯,৯৭৯ টি, অংশীদারি ফার্ম ২৭,৯০১ টি, ট্রেড

অর্গানাইজেশন ১৪২টি এবং সোসাইটি ৯২৭ টি। এ পরিদপ্তরটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করলেও কোম্পানি ভিন্ন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন পরবর্তী কার্যক্রম খুবই সামান্য। প্রকৃতপক্ষে নিবন্ধন পরবর্তী সময়ে কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত রিপোর্ট/রিটার্ণ, বন্ধকের বিবরণী পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও রেকর্ডভুক্তকরণই এ দপ্তরের প্রধান কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী ৩৫ বছরে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ২,৩৫,৫৪৫ টি। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪০-৫০ টি নতুন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের জন্য কাগজ পত্র দাখিল করছে। একই সাথে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের বার্ষিক বিধিবদ্ধ রিটার্ন বিবরণী ও মর্টগেজ দাখিল করছে। পরিদপ্তরের কাজের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৫ এ অনুমোদিত জনবল ৮১ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর জনবলের বিবেচনায় একটি মাঝারি আকারের দপ্তর হলেও এর কাজের ব্যাপকতা অনেক। এ দপ্তরের ০৩টি বিভাগীয় দপ্তরসহ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) মোট অনুমোদিত জনবল ৮১ জন তবে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৬৪ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৭ টি। বিভিন্ন শ্রেণির মঞ্জুরীকৃত পদ এবং কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

জনবলের শ্রেণী বিন্যাস ও বর্তমান অবস্থা:

ক্রমিক নং	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	বিদ্যমান পদ	শূণ্য পদ
১.	১ম শ্রেণী	১৫টি	১২ টি	০৩ টি
২.	২য় শ্রেণী	১৯টি	১৫ টি	০৪ টি
৩.	৩য় শ্রেণী	৩৪টি	২৬ টি	০৮টি
৪.	৪র্থ শ্রেণী	১৩টি	১১ টি	২ টি
	মোট =	৮১টি	৬৪ টি	১৭ টি

* কেন্দ্রীয় দপ্তরের এক জন সহকারী নিবন্ধক উপ নিবন্ধক এর চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

* চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ে এক জন সহকারী নিবন্ধক ডেপুটি রেজিস্ট্রারের চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

(ছ) পরিদপ্তরের যে সকল ক্ষেত্র উন্নয়নে সুযোগ রয়েছে

(ছ.১) জনবল

১৯৮২ সনের তুলনায় বর্তমানে এই দপ্তরের কাজের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও সেতুলনায় জনবল বৃদ্ধি পায়নি। এর বাইরে আন্তসংস্থা ও দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে প্রতিদিনই কোন না কোন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা সংস্থায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মকর্তাগণকে যোগদান করতে হচ্ছে। এছাড়া জনসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোন না কোন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করছে। ডিজিটাল পদ্ধিতিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম চালুর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তাদের কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন হলেও সেবা গ্রহিতাগণের সেবা পাওয়ার চাহিদা ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে তাদের সেবা পাওয়ার প্রত্যাশা বেড়ে গেছে। ফলে কাজের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুখের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে জনবল বৃদ্ধি করে ৮১ জনে উন্নীত হয়েছে। তবে বর্ধিত কাজের তুলনায় জনবলের এ সংখ্যা অপ্রতুল। স্বল্প জনবল দিয়ে পরিদপ্তরের বিপুল পরিমাণ কাজ চালিয়ে নেয়া দূরুহ হয়ে পড়েছে। ১৯৮২ সালের কাজের পরিধির হিসেবে বর্তমানে কাজের পরিধিতে পরিদপ্তরের জনবল আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনবল বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব বর্তমানে চলমান রয়েছে।

(ছ.২) ২০০৯ সনের পূর্ববর্তী সময়ের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ

২০০৯ সনে পরিদপ্তরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণের সময় এর পূর্ববর্তী সময়ে নিবন্ধিত কোম্পানি সমূহের সংঘস্মারক ও সংঘবিধির স্বাক্ষরযুক্ত পাতাসমূহ স্ক্যানপূর্বক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ে ম্যানুয়াল পদ্ধিতিতে রেকর্ডকৃত রিটার্ণসমূহ এখনও কম্পিউটারে ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে ২০০৯ সন এর পূর্বের রেকর্ড পত্র সমূহ অটোমেশন এর কাজ চলমান রয়েছে।

(ছ.৩) আইটি ক্ষেত্রে নিজস্ব জনবল তৈরী

ডিজিটাল কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে সার্ভার, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা

সোর্সিং প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণ নিভরশীল হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিজস্ব জনবল তৈরির মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে সার্বিক কর্মসম্পাদনে আরো গতিশীলতা আসবে। এ সকল পদে জনবল নিয়োগের একটি কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। ০১ বছর যাবৎ একজন প্রোগ্রামার অত্র দপ্তরে যোগদান করেছেন।

(জ) পরিদপ্তরের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে গৃহিত কার্যক্রম

(জ.১) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ

মে ২০১৫ তে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুর প্রথম পর্যায়ে কেবল পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের এর আওতায় আনা হয়। বর্তমানে দপ্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করছেন । এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণকে এ দপ্তরের সাথে সকল যোগাযোগে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতির প্রচেষ্টা রোধ করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ যাতে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারে উদ্যোগী হন সেজন্য দপ্তরের পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদেরকে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে নিয়মিত সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

(জ.২) রেকর্ড সংরক্ষন ব্যবস্থার উন্নয়ন

বর্তমানে যেসকল রেকর্ড অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে তা শ্রেণিবিন্যাসপূর্বক সংরক্ষণের জন্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(জ.৩) NID এর তথ্য অন লাইনে তাৎক্ষণিক যাচাই:

মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতারণা রোধ এবং কোম্পানির অংশীদার ব্যক্তিবর্গের নাম ঠিকানাসহ অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের লক্ষ্যে ঘওউ প্রকল্পের তথ্য ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ বর্তমানে চলমান রয়েছে। আশা করা যায় এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই **NID** এর তথ্য সকল ধরনের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

(জ.৪) E-TIN এর তথ্য অনলাইনে তাৎক্ষণিক যাচাই

বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোম্পানি সমূহের রেজিস্ট্রেশন ও অংশীদারগণের তথ্য অন লাইনে যাচাই বাছাই করছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অংশীদারীগণের উ-এঃওঘএর তথ্য অনলাইনে যাচাই করা হচ্ছে।

(জ.৫) ডিজিটাল সেবা সিস্টেম আপগ্রেডেশন

আরজেএসসি'র অনলাইন সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিস্টেম আপগ্রেডেশন এবং বাংলা ভার্সন সংযোজন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঝ) ব্যবসা বাণিজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে কার্যক্রম

আরজেএসসি নাম সর্বস্ব কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধাপরিকর। এ লক্ষ্যে আরজেএসসি ঝঃৎরশব ড়ভভ করার কাজ শুরু করেছে। আরজেএসসি ঝঃৎরশব ড়ভভ করার অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত ৯৩৬৫টি কোম্পানিকে প্রথম নোটিশ ও ১০৫৭টি কোম্পানিকে দ্বিতীয় নোটিশ প্রদান করেছে এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের নিমিত্তে ১৪টি কোম্পানিকে প্রথম গেজেট নোটিফিকেশন ও দুইটি কোম্পানিকে চূড়ান্ত গেজেট নোটিফিকেশন প্রদান করেছে। অবশিষ্ট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে ঝঃৎরশব ড়ভভ করার কাজ অব্যাহত আছে।

(ঞ) Ease of doing business বাস্তবায়নে সহযোগিতা

Ease of doing business বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা আরম্ভ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও অনুসরণীয় ধাপ হ্রাসকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। Ease of Doing Business এর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফামসমূহের পরিদপ্তর ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছে:

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সহজীকরণের লক্ষ্যে নামের ছাড়পত্র এবং রেজিস্ট্রেশন প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন

পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) দেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্য অন্বেষণ, উহাদের সম্ভাবনা পরীক্ষণ এবং সকল রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান;

(গ) দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক রপ্তানির জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন বা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, তথ্য ও সহায়তা প্রদান;

(ঘ) দেশের কাঁচামাল/আধা-প্রস্তুত পণ্য/প্রস্তুতকৃত পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাজার অন্বেষণ এবং পর্যবেক্ষণ;

(ঙ) বিদেশে শিল্প, বাণিজ্য ও রপ্তানি মেলা বা প্রদর্শণীর আয়োজন এবং অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য এবং রপ্তানি মেলা আয়োজন;

(ছ) বিদেশে দেশি পণ্যের প্রচারণার আয়োজন এরবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) প্রশিক্ষণ/জরিপ/পরীক্ষণ/কারিগরি গবেষণা পরিচালনা অথবা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ব এই ধরণের জরিপ/পরীক্ষণ/কারিগরি গবেষণার ব্যয় নির্বাহে সহায়তাকরণ;

(ঝ) দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত/নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

(ছ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর চ্যালেঞ্জসমূহ

- ০১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে REX (Registered Exporter) System আওতায় রপ্তানি চালুকরণে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন দ্রুত অনুমোদন এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে রপ্তানিকারকদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- ০১-৩১ জানুয়ারি ২০২০ সময়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০ আয়োজন;
- পূর্বাচলে নির্মীয়মান বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী প্রদর্শণী কেন্দ্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে বুঝে নেয়া;
- শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার ই-ব্লকের ই-৫/বি নং ব্যুরোর প্লটের বস্তি/অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদপূর্বক 'জাতীয় রপ্তানি হাউজ নির্মাণ' প্রকল্প দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে বর্তমানে ৭৪টি পদ (সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি এবং প্রেষণে) শূণ্য রয়েছে যা দ্রুত পূরণকরণ;
- ক্রমবর্ধমান কর্মপরিধির তুলনায় জনবল অপ্রতুল এবং প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবহেতু প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব;
- ব্যুরোর নিজস্ব জনবলের জন্য পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনায় ব্যুরোর প্রতিনিধিত্বের অভাব;
- অধিকন্তু, রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ/নতুন নতুন রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য রপ্তানি বাস্কেটে অন্তর্ভুক্তকরণ ও পণ্য বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য এভাবেই জাহাজীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়

হইতেছে এবং এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর সাথে একীভুত করা হয়েছে;

- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রদেয় ফিসমূহ অনলাইন গেটওয়ে এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে; এবং
- কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রারকে প্রদেয় ফিসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতিলকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান ফি কাঠামোটি পুনর্বিন্যাস করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে MOU চুক্তি স্বাক্ষর।

৫.৮ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)

(ক) পটভূমি

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস (Collusion), মনোপলি (Monopoly) ও ওলিগোপলি (Oligopoly) অবস্থা, জোটবদ্ধতা (Combination) অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের (Dominant Position) অপব্যবহার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে ২০১২ সালের ২১ জুন সরকার প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৩ নম্বর আইন) প্রণয়ন এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ সালে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন বাজার সহায়কের (Market Facilitator) এবং বাজার উন্নয়নে (Market Developer) ভূমিকা পালন করে।

প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ক ধারণা বাংলাদেশের জন্য নতুন হলেও ১৮৮৯ সালে প্রথম কানাডায়, ১৮৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ও ১৯৪৭ সালে জাপানে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আইন প্রণীত হয়। ২০১৯ পর্যন্ত ১৩০টিরও বেশি দেশে এ আইন প্রণীত হয়েছে। এশিয়ার ১৭টি দেশে এ আইন কার্যকর রয়েছে।

(খ) কমিশনের রূপকল্প (Vision)

একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতনকরণ, সম্পৃক্তকরণ ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা।

(গ) কমিশনের উদ্দেশ্য (Mission)

১। ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ;

২। উচ্চতর জ্ঞানভিত্তিক গবেষণাধর্মী এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর কমিশন গড়ে তোলা।

(ঘ) কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী অনুশীলন সমূহকে নির্মূল করা, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা ও বজায় রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা;
- কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা স্ব-প্রণোদিত হয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল চুক্তি, কর্তৃত্বময় অবস্থান এবং অনুশীলনের তদন্ত করা;
- জোটবদ্ধতা (Merger) এবং জোটবদ্ধতা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জোটবদ্ধতার জন্য তদন্ত সম্পাদনসহ জোটবদ্ধতার শর্তাদি এবং জোটবদ্ধতা অনুমোদন বা নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ করা;
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- প্রতিযোগিতা বিরোধী কোন চুক্তি বা কর্মকান্ড বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;
- সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় প্রতিপালন, অনুসরণ বা বিবেচনা করা।

(ঙ) প্রশাসনিক কার্যক্রম

- কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকার ২০১৬ সালে চেয়ারপার্সন ও ২ জন সদস্য নিয়োগ প্রদান করত অক্টোবর ২০১৬ হতে কমিশনের প্রারম্ভিক কার্যক্রম শুরু;
- ২৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭৩ জন জনবলসহ কমিশনের টিও এন্ড ই (TO&E) সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি;
- ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ ওয়বসাইট www.ccb.gov.bd চালু;
- ২৭ নভেম্বর ২০১৭ কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ই-মেইল চালু;
- ১৩২৯০ বর্গফুট ভাড়া করা স্পেসে কমিশনের কার্যালয়ের অবকাঠামো তৈরীপূর্বক রমনাস্থ ইস্কাটন গার্ডেন বোরাক টাওয়ারে স্থাপন;
- ৮ মার্চ ২০১৭ প্রতিযোগিতা আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুতপূর্বক গেজেটে প্রকাশ;
- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯ এর গেজেট প্রকাশ।

(চ) স্বপ্রণোদিত এবং দায়েরকৃত অভিযোগ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পর্যন্ত তিনটি অভিযোগ পাওয়া যায়, অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক তিনটি অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করা হয়। তন্মধ্যে একটি অভিযোগ প্রতিযোগিতা আইনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয়, অবশিষ্ট দুইটি অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ছ) নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণী

কমিশন মামলা নং ২/২০১৮ এর চূড়ান্ত আদেশ জারী করা হয়। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১। ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার বিষয়ে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভিন্ন অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক নীতিমালা বা আইন-কানুন, বিধি-বিধান ইত্যাদি জারির এখতিয়ার না থাকা সত্ত্বেও সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন সিএন্ডএফ সেবা প্রদানের বিষয়ে একটি বেআইনি, এখতিয়ার বর্হিভূত এবং পক্ষপাতমূলক নীতিমালা জারি করে। যার কারণে প্রভাবশালী গুটিকয়েক সিএন্ডএফ এজেন্ট লাভবান এবং অধিকাংশ সিএন্ডএফ এজেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের নীতিমালার ১ নং ক্রমিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, উল্লিখিত এসোসিয়েশন বিভিন্ন টেন্ডারে কমিশন হার নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং উক্ত কমিশন হার মানার জন্য সদস্যদের বাধ্য করা হচ্ছে। বিষয়টি ২০১২ সনের প্রতিযোগিতা আইনের সুস্পষ্ট লংঘন বলে অনুমিত হয়।

অভিযোগকারী: প্যাসিফিক ইন্টারন্যাশনাল, বাণিজ্য কিরণ (২য় তলা), ১৩৯৬/২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।

প্রতপিক্ষ: চিটাগাং কাস্টমস্ ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, সি এন্ড এফ টাওয়ার (১২ তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।

আদেশ: কমিশন ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ২০ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আদেশ প্রদান করছে:

চিটাগাং সি এন্ড এফ এজেন্টস এসোসিয়েশন কর্তৃক ১২-০৫-২০১০ তারিখের ৩১/২০১০ নং প্রচারপত্রে জারীকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী সকল সি এন্ড এফ এজেন্টের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলী এর- ১ (এক), ৬ (ছয়), ৮ (আট), ১১ (এগার), ১৩ (তের) নং অনুচ্ছেদ প্রতিযোগিতা আইনের ১৫(১) ধারার লংঘন বিধায় বাতিল করা হল এবং পুনরায় এ প্রকার প্রতিযোগিতা বিরোধী নিয়মাবলী সি এন্ড এফ সদস্যদের প্রতি আরোপ করা হতে প্রতিপক্ষকে বারিত করা হল।

চট্টগ্রাম সি এন্ড এফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর নিবন্ধনকৃত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৩(১৭) সুস্পষ্টভাবে প্রতিযোগিতা আইনের

১৫(২) (খ) ধারার লংঘন বিধায় গঠনতন্ত্রের উক্ত ধারাটি বাতিল করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সংশোধনক্রমে অত্র আদেশ প্রদানের ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করতে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

(জ) বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন

প্রতিযোগিতা আইনটি অর্থনীতি বিষয়ক একটি দেওয়ানি প্রকৃতির আইন। আইনটি বাস্তবায়নে বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত বিধিমালা/প্রবিধানমালা অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

ক্রমিক	বিধিমালা/প্রবিধানমালার শিরোনাম	মন্তব্য
১।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্মচারী চাকরি বিধিমালা, ২০১৯	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ গেজেট প্রকাশিত হয়।
২।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সমন্বিত প্রবিধানমালা, ২০১৯	"প্রতিযোগিতা তহবিল প্রবিধানমালা, ২০১৭", "অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রবিধানমালা, ২০১৭", "শুনানী প্রবিধানমালা, ২০১৭", "পুনর্বিবেচনা প্রবিধানমালা, ২০১৮" একত্রিত করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সমন্বিত প্রবিধানমালা, ২০১৯ প্রস্তুত করা হয় যা অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
৩।	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১৯	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।

(ঝ) অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম

(ঝ.১) বরিশাল বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনার: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বরিশাল বিভাগে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল।

সেমিনারে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বরিশাল বিভাগের কমিশনার জনাব রাম চন্দ্র দাস। কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এছাড়া কমিশনের পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে বরিশাল বিভাগের সকল জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ, কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ক্যাবের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(ঝ.২) সিরডাপ মিলনায়তনে সেমিনার আয়োজন: ৯ মার্চ ২০১৯ সিরডাপ মিলনায়তনে "টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন)।

কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সরকারের সাবেক সচিব ড. মজিবুর রহমান, অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ এবং এফবিসিসিআই-এর ট্রেড পলিসি পরামর্শক জনাব মোঃ মঞ্জুর আহমেদ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং ইলেক্ট্রনিক-প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

(ঝ.৩) রংপুর বিভাগে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার: ১৬ মে ২০১৯ রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মিলনায়তনে প্রতিযোগিতা আইনের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে

স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব আবুল হোসেন মিঞা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর জনাব জয়নুল বারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য, আব্দুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, পুলিশ কমিশনার আরএমপি, ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, রংপুর রুহুল আমিন মিঞা ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ। পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন মোঃ খালেদ আবু নাছের। সেমিনারে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরা হয়। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু জাকারিয়া পিন্টু, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক মোতাহার হোসেন মওলা এবং রংপুর উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি আনোয়ারা ফেরদৌসী পলি। সেমিনারে রংপুর বিভাগের আট জেলার জেলা প্রশাসক/প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, অর্থনীতি/আইন/বাণিজ্য বিষয়ের শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত সংস্থাসহ (ক্যাব/ই-ক্যাব) বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

(ঞ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরে অবহিতকরণ

(ঞ.১) কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে চলমান ২৪তম ও ২৫তম উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে, জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর ৩৮তম ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সে, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে অবহিতকরণ।

(ঞ.২) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয় প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন করে এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

(ঞ.৩) ০৭ নভেম্বর ২০১৮ চ্যানেল ২৪ আয়োজিত টক শো-তে প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারপার্সন অংশগ্রহণ করেন।

(ঞ.৪) ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারপার্সন মহোদয় অংশগ্রহণ করেন ও প্রতিযোগিতা আইন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করেন।

(ঞ.৫) যোগসাজশ ও কার্টেল বিষয়ক এক মিনিট দৈর্ঘ্যের দুইটি টিভিসি তৈরি করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেলে সম্প্রচারের জন্য ২৬ জুন ২০১৯ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(ট) বাজার গবেষণা

কমিশন কর্তৃক বিআইডিএস-এর মাধ্যমে "Rice Market of Bangladesh: Role of Different Players and Assessing Competitiveness" বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন।

(ট.১) সেমিনার পেপার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শ্রম ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক ০৯ মার্চ ২০১৯ সিরডাপ মিলনায়তনে "টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রতিযোগিতা আইন ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে ড. রাজ্জাক যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশী জনগণ পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়ে ৭০% বেশি ব্যয় করে থাকে। ফলে জাতীয়ভাবে ১৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি অতিরিক্ত ব্যয় হয় । আরো দেখা যায়, নিম্ন আয়ের মানুষেরা প্রতিযোগিতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অধিক শিকার। বাজারের অদক্ষতা/দুর্বলতা সঠিকভাবে সামলানো সম্ভব হলে দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

প্রতিযোগিতা আইন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জাতীয় বাজেটের ১৩% ব্যয় করে থাকে। অধিকাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দরিদ্রদের নগদ সহায়তা দেয়া হয়।

দরিদ্র/অসহায় ব্যক্তিগণ এই টাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করেন। বাজারে প্রতিযোগিতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে দরিদ্র/অসহায় মানুষের ব্যয় বেশি হয় ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল ব্যবসায়ীদের নিকট চলে যায়। প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করা হলে প্রতিযোগিতাবিরোধী কর্মকাণ্ড দূরীভূত হয় ও দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হয়।

অধিকন্তু, যদি প্রতিযোগিতা আইন দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য পণ্য ও সেবার মূল্য হ্রাসে সহায়ক হয়, তবে তা দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ড. রাজ্জাক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের পারিবারিক আয় ও ব্যয়ের তথ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, যদি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম ১০% কমানো যায়, সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সরকারি সহায়তার পরিমাণ ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ৪০ লাখ পরিবারের ১ কোটি ৬৫ লাখ দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে বের করে আনা সম্ভব। অর্থাৎ এর ফলে আয়বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% থেকে ১৪% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।

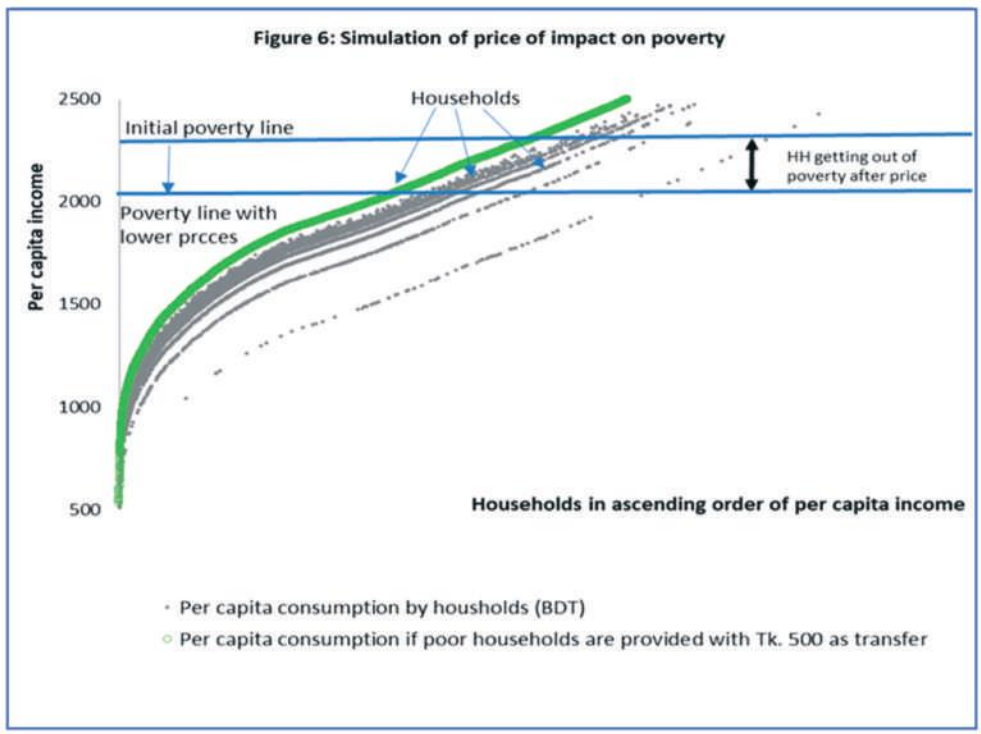

(ঠ) কমিশনের কার্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। বাজার অর্থনীতির যুগে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করাই বড় চ্যালেঞ্জ। কমিশন বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জসমূহের সম্মুখীন, সেগুলো হচ্ছে:

(ঠ.১) আর্থিক সীমাবদ্ধতা

নবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইন বাস্তবায়ন, অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, কর্মকর্তা কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কমিশন কর্তৃক অর্থনীতিতে কার্যকর অবদান রাখতে প্রাপ্ত তহবিল নিতান্তই অপ্রতুল।

(ঠ.২) বিধি-বিধান প্রণয়ন

আইনটি বাস্তবায়নে কিছু বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিধি/বিধানসমূহ দ্রুত প্রণয়ন বর্তমান কমিশনের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

(ঠ.৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

কমিশন নব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর জনবলের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে

২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হলো:একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য অপরিহার্য।

(ঠ.৪) অ্যাডভোকেসি

কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের নিকট তুলে ধরা, প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে অংশীজনদের (Stackholders) অবহিতকরণ, সর্বোপরি দেশের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে প্রচার-প্রচারণার জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, লিফলেট, টক-শো ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে।

(ঠ.৫) তথ্যভাণ্ডার

প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাজারে বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট উধঃধ প্রয়োজন। অনুসন্ধান, তদন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্যের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। এ সকল উদ্দেশ্যে একটি সমৃদ্ধ সফটওয়্যারভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

(ঠ.৬) কমিশনের কার্যকর অগ্রযাত্রায় করণীয়

নবসৃষ্ট প্রতিযোগিতা কমিশনকে কার্যকর করতে নিম্নে কতিপয় করণীয় উত্থাপন করা হলো:

(ঠ.৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

(ক) প্রশিক্ষণ কমিশনের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ এ কমিশনকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদান ও অর্থনীতির জটিল ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান আবশ্যক।

(খ) অভিজ্ঞতা বিনিময়: অভিজ্ঞতা বিনিময়, দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা কমিশনের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় হতে অর্জিত জ্ঞান প্রতিযোগিতা কমিশন এর মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ও ভ্রমণ বিনিময় করা।

(গ) সর্বোত্তম অনুশীলন: বিভিন্ন দেশে প্রতিযোগিতা বিষয়ক অভিজ্ঞতাসমূহকে নিজস্ব পরিমণ্ডলে অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(ঠ.৮) অ্যাডভোকেসি

কোন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এবং করণীয় বিষয় সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে stakeholder গণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুত এবং সহজতর পন্থায় সাধারণের নিকট আইনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অবহিতকরণ। সেই লক্ষ্যে গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সেমিনার, মতবিনিময় ইত্যাদি পন্থা ব্যবহার করা।

(ঠ.৮) ডিজিটাল সুবিধা সম্পন্ন তথ্যভাণ্ডার স্থাপন

প্রতিযোগিতা আইনটি বাস্তবায়নে বাজার অর্থনীতির ওপরে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এজন্য একটি আধুনিক সুবিধাসমৃদ্ধ সফটওয়্যারভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার এবং লাইব্রেরি স্থাপন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(ঠ.৯) অর্থের সংস্থান

কমিশনের কার্যক্রম তথা আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর অর্থের সংস্থান দরকার। এজন্য রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে অর্থ সংস্থানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(ঠ.১০) বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জি

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নোক্ত সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

ক্র. নং	তারিখ	কর্মসূচি
১.	০৫/০৭/২০১৮	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবলের ওরিয়েন্টেশন
২.	১১/০৭/২০১৮	কৃষি মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা
৩.	১২/০৭/২০১৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা
৪.	১৫/০৭/২০১৮	এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা
৫.	২৫/০৭/২০১৮	রেলপথ মন্ত্রণালয়ে অবহিতকরণ সভা
৬.	০৪/১১/২০১৮	ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারপার্সন মহোদয়ের অংশগ্রহণ
৭.	০৭/১১/২০১৮	চ্যানেল ২৪ আয়োজিত টক শো-তে চেয়ারপার্সনের অংশগ্রহণ
৮.	২৮/১১/২০১৮	সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপসচিবগণকে প্রতিযোগিতা কমিশন সম্পর্কে অবহিতকরণ
৯.	২৯-৩০ নভেম্বর ২০১৮	OECD Global Forum on Competition (GFC) কর্তৃক আয়োজিত ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ১৭তম সম্মেলনে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন মিঞা ও পরিচালক জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেনের অংশগ্রহণ
১০.	১০/১২/২০১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত সচিবকে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ
১১.	১১/১২/২০১৮	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও সচিবকে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্ক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ
১২.	০৯/০১/২০১৯	হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব আ.ন.ম বশিরুল্লাহকে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ
১৩.	০৪/০২/২০১৯	বরিশাল বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনারের আয়োজন
১৪.	০৬/০২/২০১৯	বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে উপসচিবগণের (প্রশাসন ক্যাডার ব্যতীত) জন্য অনুষ্ঠিত ২৪তম উন্নয়ন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্সে প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ
১৫.	১৯/০২/২০১৯	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ চেয়ারপার্সন কর্তৃক পাঠদান কর্মসূচী পরিচালনা করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ও প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সম্পর্কে সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের/ প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিতকরণ
১৬.	০৯/০৩/২০১৯	সিরডাপ মিলনায়তনে "টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন
১৭.	২৯-০৩-২০১৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
১৮.	১- ৫ এপ্রিল ২০১৯	UNCTAD কর্তৃক জেনেভায় আয়োজিত ই-কমার্স সপ্তাহে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পরিচালক জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের এর অংশগ্রহণ
১৯.	০৯/০৫/২০১৯	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জনবল নিয়োগের নিমিত্ত লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ
২০.	১৬/০৫/২০১৯	রংপুর বিভাগে অবহিতকরণ সেমিনারের আয়োজন
২১.	২৬/০৫/২০১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রতিযোগিতা কমিশন পরিদর্শন
২২.	২৭/০৬/২০১৯	"চালের বাজার গবেষণা" শীর্ষক ভ্যালিডেশন সেমিনার

৫.৯ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)

(ক) পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী সংঘঠনের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী মালিকানাধীন অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে 'লাভের-উদ্দেশে-গঠিত-নয়' হিসেবে বিএফটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমকর্তাবৃন্দকে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, দেশীয় ও আন্তজার্তিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষনা পরিচালনা করা, বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষেত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। আনুষ্ঠানিক এবং স্নাতকোত্তর দুই একটি বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্নাতকোত্তর বিষয়ে একটি প্রোগ্রাম চালু করা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে সরকারী- বেসরকারী অংশদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এটিই এজাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান।

(খ) অভীষ্ট

উচুঁমানের গবেষণা, নীতিনির্ধারণী পরামর্শ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট বক্তিবর্গকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পের্কে পেশাদারীত্বের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা।

(গ) আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চতম মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের আদর্শ সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও অন্যান্য বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে উন্নীত করা।

(ঘ) লক্ষ্য ও দায়িত্ব

প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষসমূহ নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি গবেষণা সংস্থা (থিংক-ট্যাংক) হিসেবে কাজ করা ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) চুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ এবং ঐ সমস্ত চুক্তি ও পদক্ষেপের ফলাফল বাংলাদেশের জন্য কি হতে পারে তা জানানো, এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্য সংস্থাসমূহের মধ্যে তার প্রচারণা;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মতভেদ ও সেইসব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের পেশাদারদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বিপণন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঙ) বিএফটিআই এর আইনী অবস্থা

১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের ২৮ নং ধারার আওতায় বিএফটিআই নিবন্ধিত। আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর উক্ত ধারার অধীন এটি একটি গ্যারান্টি দ্বারা পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানী, সুতরাং এর কোন অংশীদারি মূলধন নেই।

(চ) পরিচালনা বোর্ড

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে ১৬ সদস্য-বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনা

৫.৯ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই)

(ক) পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী সংঘঠনের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী মালিকানাধীন অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে 'লাভের-উদ্দেশে-গঠিত-নয়' হিসেবে বিএফটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কমকর্তাবৃন্দকে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, দেশীয় ও আন্তজার্তিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষনা পরিচালনা করা, বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষেত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। আনুষ্ঠানিক এবং স্নাতকোত্তর দুই একটি বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্নাতকোত্তর বিষয়ে একটি প্রোগ্রাম চালু করা সম্পর্কে ইতোমধ্যেই মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে সরকারী- বেসরকারী অংশদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এটিই এজাতীয় প্রথম প্রতিষ্ঠান।

(খ) অভীষ্ট

উচুঁমানের গবেষণা, নীতিনির্ধারণী পরামর্শ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট বক্তিবর্গকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পের্কে পেশাদারীত্বের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে একটি কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা।

(গ) আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যিক বিষয়ে উচ্চতম মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের আদর্শ সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও অন্যান্য বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে উন্নীত করা।

(ঘ) লক্ষ্য ও দায়িত্ব

প্রতিষ্ঠানের মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষসমূহ নিম্নরূপ:

- আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি গবেষণা সংস্থা (থিংক-ট্যাংক) হিসেবে কাজ করা ;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) চুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ এবং ঐ সমস্ত চুক্তি ও পদক্ষেপের ফলাফল বাংলাদেশের জন্য কি হতে পারে তা জানানো, এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্য সংস্থাসমূহের মধ্যে তার প্রচারণা;
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মতভেদ ও সেইসব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের পেশাদারদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক বিপণন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঙ) বিএফটিআই এর আইনী অবস্থা

১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইনের ২৮ নং ধারার আওতায় বিএফটিআই নিবন্ধিত। আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর উক্ত ধারার অধীন এটি একটি গ্যারান্টি দ্বারা পরিচালিত লিমিটেড কোম্পানী, সুতরাং এর কোন অংশীদারি মূলধন নেই।

(চ) পরিচালনা বোর্ড

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে ১৬ সদস্য-বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনা

বোর্ড দ্বারা বিএফটিআই পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পদাধিকার বলে এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস- চেয়ারম্যানদের (তিনজনের মধ্যে দুইজন ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে মনোনীত। উল্লেখ্য যে এই সবগুলো পদই পদাধিকার বলে মনোনীত হয়ে থাকে।

বিএফটিআই এর পরিচালনা বোর্ডের গঠন নিম্নরূপ:

ক্রম নং	নাম	পদবী
১	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান
২	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ভাইস- চেয়ারম্যান
৩	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	ভাইস- চেয়ারম্যান
৪	সভাপতি, আইসিসি-বি, ঢাকা	ভাইস- চেয়ারম্যান
৫	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	পরিচালক
৬	সচিব, ইআরডি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৭	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৮	প্রিন্সিপাল, ফরেন সার্ভিস একডেমি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
৯	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ঐ
১০	ভাইস-চেয়ারম্যান, ইপিবি, ঢাকা,	ঐ
১১	সভাপতি, ডিসিসিআই, ঢাকা	ঐ
১২	সভাপতি, এমসিসিআই, ঢাকা	ঐ
১৩	সভাপতি, বিজিএমইএ, ঢাকা	ঐ
১৪	সভাপতি, সিসিসিআই, চট্রগ্রাম	ঐ
১৫	সভাপতি, বিটিএমএ, ঢাকা	ঐ
১৬	সভাপতি, বিসিআই, ঢাকা	ঐ

(ছ) গবেষণা কার্যক্রম

বিএফটিআই এর মূল কাজের একটি হচ্ছে গবেষণা পরিচালনা করা। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালিত এই সমস্ত গবেষণা কাজের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কার্যাদেশ প্রদানকারীদের প্রয়োজন মেটানো। নিজ উদ্যোগে এবং নিজেদের খরচে বিএফটিআই কখনও কখনও ছোট আকারের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সরকারি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সংস্থার জন্য বিএফটিআই ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সদ্য-সমাপ্ত কয়েকটি গবেষণা কার্যক্রমের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
০১.	Study on Export Potentiality of Trade in Services of Bangladesh: Identifying Opportunities and Challenges, funded by the EIF of the WTO.	আগস্ট, ২০১৮
০২.	Study on Identification of Non-Tariff Barriers faced by Bangladesh while exporting to major export destinations, funded by the EIF of the WTO.	জুন, ২০১৯
০৩.	Feasibility Study of Third Party EXIM Cargo Transportation through Coastal and Protocol Route between Bangladesh and India; for the Ministry of Shipping.	জুন, ২০১৯
০৪.	Anaysing the Gaps in issuing certificates of standards for export: sponsored by WTO Cell and funded by EIF of WTO.	জুলাই, ২০১৯

(জ) প্রকল্প

Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project of the Ministry of Commerce under the World Bank Group (WBG) Funding:

বিষয়	*তারিখ*
Industry-wise Awareness-building Plan and Training Needs Assessment (Gap analysis) for Environmental, Social and Quality (ESQ) Compliance for Leather and leathergoods, Footwear, Plastics and Light Engineering Sector, funded by the World Bank Group.	জানুয়ারি-মে,২০১৯
Study on Industry-wise Awareness Building Plan and Training Needs Assessment for the Leather and leathergoods, Footwear Sectors.	মার্চ, ২০১৯
Study on Industry-wise Awareness Building Plan and Training Needs Assessment for the Light Engineering Sector.	এপ্রিল, ২০১৯
Study on Industry-wise Awareness Building Plan and Training Needs Assessment for the Plastics Sector.	মে, ২০১৯

(ঝ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/কর্মশালা/সেমিনার

সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিএফটিআই প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সুনির্দিষ্ট ফিসের বিনিময়ে এই প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার কয়েকটি নাম নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক	*বিষয়*	*মাস/বছর*
০১.	Trade Foundation Course for the Commercial Counsellors and First Secretaries (Commercial), organised by BFTI.	২৯ জুলাই- ২ আগস্ট ২০১৮
০২.	ÔTransforming Business to e-business for e-commerce Entrepreneurs and Members of Business Chambers of Commerce of BangladeshÕ, jointly organised by WTO Cell, BFTI and e-CAB, funded by the EIF of the WTO.	১০ অক্টোবর ২০১৮- ২২ ডিসেম্বর ২০১৯
০৩.	Workshop on ÒFTA: A Tool for Facing the LDC Graduation ChallengesÓ, organised by the FTA Wing, MoC & BFTI.	৬ নভেম্বর ২০১৮
০৪.	Seminar on ÒTrade War and its Implications for BangladeshÓ, jointly organised by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and BFTI.	১৭ নভেম্বর ২০১৮
০৫.	Validation Workshop for Leather, Leathergoods and Footwear (Leather and Non-leather) Sector under the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project, the World Bank Group.	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
০৬.	Project Planning Workshop on FTA negotiating capacity development of Bangladesh jointly orgnaised by National Board of Trade, Sweden, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Commerce (MoC), and Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI).	৬-৭ মার্চ ২০১৯
০৭.	Validation Workshop for Plastics Sector under the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project, the World Bank Group.	৩১ মার্চ ২০১৯
০৮.	Validation Workshop for Light Engineering Sector under the Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project, the World Bank Group.	১৫ এপ্রিল ২০১৯

(চলমান ছক)

ক্রমিক	বিষয়	মাস/বছর
০৯.	Validation Workshop on the Study on the Identification of Non-Tariff Barriers faced by Bangladesh while exporting to major export destinations.	৭ মে ২০১৯
১০.	Validation Workshop on the Study on the Feasibility of Third Party EXIM Cargo Transportation through Coastal and Protocol Routes between Bangladesh and India.	১৯ মে ২০১৯
১১.	Project Designing and Finalisation Workshop on FTA Capacity Development of Bangladesh, jointly orgnaised by National Board of Trade, Sweden, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Commerce (MoC), and Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI).	২৪-২৫ জুন ২০১৯

(ণ) পলিসি এডভোকেসি

আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি গবেষণা সংস্থা (থিংক-ট্যাংক) হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মতভেদ ও সেইসব সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং বিভিন্ন বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে সরকারকে, বিশেষত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে, পরামর্শ প্রদান এই সংস্থার প্রধান কর্তব্য। সাম্প্রতিক কয়েকটি পলিসি এডনভোকেসির নাম নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	Comments on the probable impacts of the so-called US-China Trade War in Bangladesh.	১১ জুলাই ২০১৮
০২.	Comments on ÔThe Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972.	১৩ আগস্ট ২০১৮
০৩.	Comments on the draft review on the trade agreement between Bangladesh and Algeria.	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
০৪.	Comments on the 5th Trade Policy Review of Bangladesh	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
০৫.	Comments on ÒList of the Potential Products for the Bangladesh-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, and Technical Cooperation ProtocolÓ.	২৮ নভেম্বর ২০১৮

(ট) সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য কর্মশালা ও সেমিনারসমূহ

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	Validation Workshop on the Study on Analysing the Gaps in Issuing Certificates of Standards for Export sponsored by the EPB.	১০ জুলাই ২০১৯
০২.	National Consultation Workshop on Cross-border Paperless Trade Facilitation in Bangladesh, jointly organised by BFTI, UNESCAP and MoC.	২১ জুলাই ২০১৯

(ঠ) চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	বিষয়	সময়
০১.	"Intensive Training on Rules and Procedures for Import, Export and Customs".	২৩-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

(ড) চলমান গবেষণা কার্যক্রম

Joint Feasibility Study of a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between Bangladesh and India sponsored by the FTA Wing of the Ministry of Commerce.

(ঢ) চলমান প্রকল্পসমূহ

FTA Capacity Development of Bangladesh jointly with the National Board of Trade, Sweden, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Commerce (MoC), and Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI).

বিএফটিআই, ইআরডি, এবং National Board of Trade (NBT), সুইডেন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'FTA Negotiating Capacity Development of Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প পরিকল্পনা সভা ৬ ও ৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বিএফটিআইতে অনুষ্ঠিত হয়।

EIF প্রকল্পের অধীনে বিএফটিআই কর্তৃক 'Study on Identification of Non-Tariff Barriers Faced by Bangladesh in exporting Potential Exportable Products in Major Export Market' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গত ৭ মে, ২০১৯ তারিখে এক Validation Workshop সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিএফটিআই-এর ৪৯তম বোর্ড অব ডাইরেক্টরস সভায় বিএফটিআই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলোর বাণিজ্য বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে বিএফটিআইকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

৫.১০ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)

(১) ভূমিকা

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি) বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সাতটি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিল এর প্রশাসনিক সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, লাগসই ও আধুনিক প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্য অ্যাসোসিয়েশনসমূহ) খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় খাত (পণ্য ও সেবা)ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের আওতায় পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলসমূহ কৌশলগতভাবে নির্বাচিত পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত উপখাতসমূহের সার্বিক উন্নয়ন ও যোগান সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা উত্তরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রপ্তানি নীতি ২০০৯-১২ কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত রপ্তানি নীতিতে সক্রিয় কাউন্সিলসমূহের কর্মকাণ্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরও সময়োপযোগী কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে জোড়ালোভাবে উল্লেখ রয়েছে। খাতভিত্তিক কাউন্সিল গঠনের আওতায় যথাক্রমে (ক) আইসিটি, (খ) লেদার সেক্টর, (গ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস, (গ) মেডিসিনাল প্লান্টস অ্যান্ড হারবাল প্রোডাক্টস, (ঙ) ফিসারি প্রোডাক্টস এবং (চ) অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এবং (ছ) প্লাস্টিক পণ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল ইতিমধ্যে সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত কাউন্সিলগুলো খাতভিত্তিক বিভিন্ন রপ্তানিমুখী উন্নয়নের কাজে অবদান রেখে চলেছে। বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ আভ্যন্তরীণ গবেষণা সেল গঠনের কাজও এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব (পিপিপি) মডেলের একটি সফল নিদর্শন।

(২) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের প্রেক্ষাপট

রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণপূর্বক একক পণ্যনিভ্রশীলতা কমিয়ে রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি আনবে এই লক্ষ্য সামনে রেখে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিক বাজারে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ কার্যত সহজতর হয়। সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক বাজারে উপস্থিতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্রেতা দেশসমূহের কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের সুদৃঢ় অবস্থান অর্জনের মূল মন্ত্র হচ্ছে পণ্যের গুণগত মান ও মূল্যমান এর একটি সু-সমন্বয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী পণ্যসমূহের কাতারে দেশীয় পণ্যের জন্য একটি তুলনামুলক সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করে। আমাদের দেশের তৈরি পোশাক শিল্প ব্যতীত বেশীরভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পই এখনও অনগ্রসর বলা চলে। সেপ্রেক্ষিতে মনে করা হয় যে দেশীয় রপ্তানিখাতও সম্প্রসারণে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য স্থিরপূর্বক ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্যতার প্রমাণ রাখা সম্ভব। উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে "Bangladesh Export Diversification Project" শীর্ষক বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবায়িত একটি প্রকল্পের সফলতার আলোকে এবং জাতীয় রপ্তানি নীতি ২০০০-২০০৬ এর নিরিখে ২০০২ সনে আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল যাত্রা শুরু করে। এক্ষেত্রে পিছেয়ে পড়া রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাতসমূহের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরি করাই ছিল বিপিসির মূল উদ্দেশ্য।

(৩) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের উদ্দেশ্য

(৩.১) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে পণ্যের সরবরাহ/যোগান সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ ও দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্বস্তরে দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Compliance factors) অনুসরণপূর্বক মোড়কজাতকরণ, বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(৩.২) পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলের মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়ন, উন্নত, লাগসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন।

(৪) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর সেক্টর কাউন্সিলসমূহ

ক্রমিক	*কাউন্সিলে নাম*	*গঠনের তারিখ*
১	আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ডিসেম্বর, ২০০২
২	লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	ফেব্রুয়ারী, ২০০৪
৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৪
৪	মেডিসিনাল প্লান্টস অ্যান্ড হারবাল প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	এপ্রিল, ২০০৬
৫	ফিসারি প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মার্চ, ২০০৮
৬	অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	জুন, ২০১১
৭	প্লাস্টিক পণ্য বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল	মে, ২০১৮

(৫) বিপিসি ও সেক্টর কাউন্সিলগুলি পরিচালনা কমিটি

(৫.১) কো-অর্ডিনেশন কমিটি

বিপিসি ও সাতটি সেক্টর কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ৩৫ জন। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বিপিসির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিপিসির ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ও সেক্টর সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। এই কমিটি সরকারী নীতিমালার আলোকে কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যয়সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে এবং কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকে। এভাবে কাউন্সিল কো-অর্ডিনেশন কমিটি কাজ করে আসছে এবং কাউন্সিল কো-অর্ডিনেটর চেয়ারম্যান এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কর্ম পরিচালনা করছে।

(৫.২) কার্যনির্বাহী কমিটি

প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের একটি করে কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। পদাধিকার বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রতিটি সেক্টর কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো উক্ত সেক্টর কাউন্সিলসমূহের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিণিধিগণ ও সেক্টর সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সভাপতিগণ উক্ত কমিটির সদস্য। কার্যনির্বাহী কমিটিতে সেক্টর কাউন্সিলের কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন, ব্যয় বরাদ্দকরণ, নীতি নির্ধারণ এবং পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলসমূহের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যয়সমূহের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(৬) বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর কর্মপরিধি

রপ্তানিপণ্য বাস্কেটে নতুন পণ্য সংযোজন ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত এ সকল খাতভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই পরিবেশ দূষণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেলস কিট প্রণয়ন, ডকুমেন্টরি তৈরি, উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদান, পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (ক) বাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, (খ) রপ্তানি খাতে ব্যবসায়িক নিয়মনীতি পরিবর্তনের প্রভাব, (গ) রপ্তানি খাতে প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রভাব এবং (ঘ) রপ্তানি খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলেচনা ও মতবিনিময় ফোরাম হিসেবে কাজ করে থাকে।

- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহের (যথা: পণ্য প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (ক) নতুন বাজার যাচাই ও প্রচলিত বাজারের পরিসমাপ্তি, (খ) বাজার অধিগ্রহণ ও সংযুক্তির ফলাফল বিশ্লেষণ, (গ) দেশীয় ও বিদেশী প্রেসারগ্রুপের কার্যক্রম, (ঘ) দেশীয় রপ্তানি বাজার বিশ্লেষণ, (ঙ) বাজার জরিপ, এবং (চ) রপ্তানি প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী নিয়ে গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্য সেক্টরসমূহের সক্ষমতা, দুর্বলতা, বাজার সুবিধা ও বাজার ঝুঁকি বিশ্লেষণ।
- বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট পণ্যভিত্তিক সেক্টরসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী ও স্বার্থ রক্ষাকারী সংঘ এবং পলিসি এডভোকেসির ক্ষেত্রে সেক্টরসমূহের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে।

(৭) পণ্যভিত্তিক সাতটি কাউন্সিলের বাস্তবায়িত কার্যক্রম

নিম্নে একটি ছকে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের ছয়টি পণ্যভিত্তিক কাউন্সিলের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	কার্যক্রমসমূহের বিবরণ	কার্যক্রম সংখ্যা
১	গবেষণা/প্রকাশনা	০৩টি
২	কর্মশালা/সেমিনার	৩২টি
৩	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১২৩টি
৪	প্রমোশনাল কার্যক্রম	১০ টি
৫	সচেতনামূলক কার্যক্রম	১৭টি

(৮) উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদেশী দাতা এবং সরকার কর্তৃক খাতভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পড়সঢ়ড়হবহঃ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যথা: Export Competitiveness for Jobs Project (Funded by World Bank Group for Leather, Light Engineering and Plastic Sector এবং ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো শীর্ষক প্রকল্প। ইতঃপূর্বে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন পুরুত্বপূর্ণ component বিপিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে:

1. Agribusiness for Trade Competitiveness Project (ATC-P) (Funded by Swiss Contact for Agro. IT & Fish sector)
2. Bangladesh Economic Growth Progamme funded by USAID for Leather, Agro & fish sector
3. Bangladesh Leather Service Centre Project funded by ITC-Geneva for Leather Sector
4. The base line survey for leather sector SMEs in Footwear & Lethergoods funded by Abdul Monem Foundation
5. Capacity building of BPC funded by KATALYST
6. Design & Development of leather products Project funded by GIZ for Leather Sector

7. Asia Trast Fund Project funded by EU for Leather Sector
8. Assistance for capacity building Project for light engineering sector funded by SEDF
9. Awareness Build up programme for leather sector funded by PRICE Project USAID

(৯) আয়ের উৎস

অ. সরকারী অনুদান (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে);
ই. সেক্টর কাউন্সিলের সদস্য এসোসিয়েশন হতে বাৎসরিক চাঁদা;
ঈ. ব্যাংক সুদ; এবং
উ. বাস্তবায়িত প্রকল্প হতে সার্ভিস চার্জ।

BPO Summit, 2018 inaugurated by Mr. Sajeeb Wazed Joy, Advisor to Honorable Prime Minister, ICT Affairs as a Chief Guest; Co- partner Business Promotion Council (BPC). (বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সহযোগিতায় আয়োজিত BPO Summit- 2018 তে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সজিব ওয়াজেদ জয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা)

Basis Soft Expo-2019 inaugurated by Dr. Gowher Rizvi, Advisor to Honorable Prime Minister, International Affairs as a Chief Guest; Co-partner Business Promotion Council (BPC). (বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সহযোগিতায় আয়োজিত Basis Soft Expo- 2019 তে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা)

BT21

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

সমাপ্ত

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

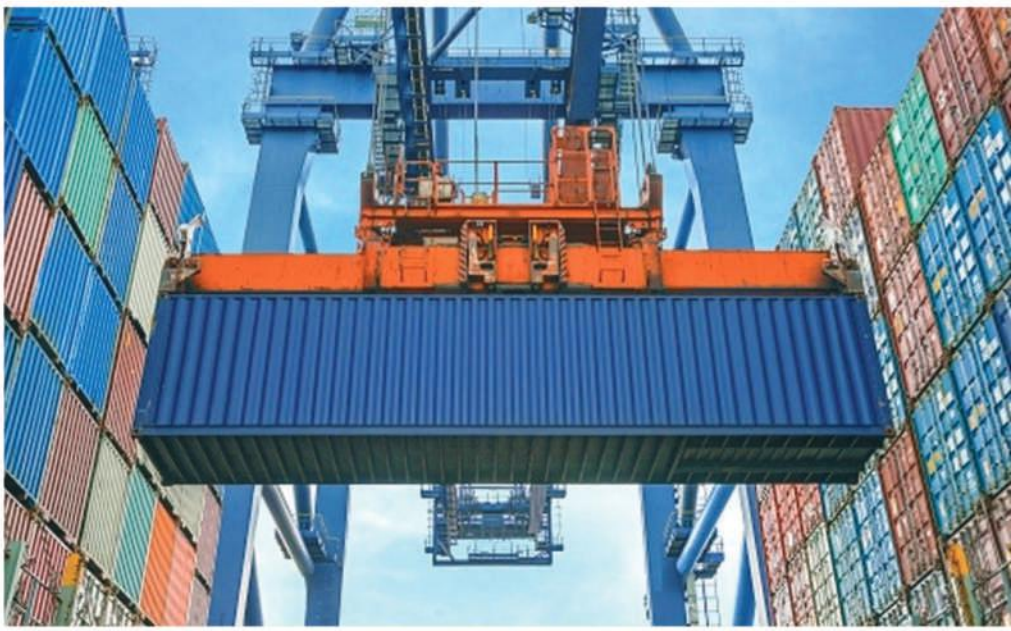

YANJIN CHITTAGONG
ANJIN